জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উত্তর-দক্ষিণ বৈঠক

এসআইআর নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বৈঠক হল মঙ্গলবার বিকেলে। ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস-সহ নেতৃত্ব। নেতৃত্বের নির্দেশ, দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে

ফিরছে শীত

কলকাতায় বেশ খানিকটা কমল তাপমাত্রা। শহরে এদিন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির ঘরে। বেশ কিছু জেলায় সকালে কুয়াশা থাকবে। বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ। সকালে ও রাতে শীতের শিরশিরানি অনুভূতি

ফের চিঠিতে ডেরেক, দশ প্রতিনিধিই যাবেন কমিশনে

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার বাধ্যতামূলক কমিশনের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮১ ● ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 181 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 26 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বেঁচে থাকতে আপনাদের গায়ে হাত দিতে দেব না

মমতাময় মতুয়াগড়

আঘাত এলে নাড়িয়ে দেব গোটা ভারত

মণীশ কীর্তনীয়া ● বনগাঁ

ভয় পাবেন না। নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। যতক্ষণ তৃণমূল থাকবে, মা-মাটি-মানুষের সরকার থাকবে, একটা মানুষের গায়ে আঁচড় পড়লে ছেড়ে কথা বলব না। মঙ্গলবার বনগাঁর জনসভা থেকে সকলকে আশ্বস্ত করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তাঁর রণহুঙ্কার, বাংলাকে আঘাত করতে এসো না, প্রত্যাঘাত করব। বিজেপি, তোমাকে শূন্যে নামিয়ে আনব। তাঁর কথায়, সাবধান করছি। সতর্ক করছি বিজেপিকে। মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না।

২০২৪-এ যারা ভোট দিয়েছে তারা সকলে ভোট দেবে। সেইসঙ্গে মতুয়া ভাই-বোনদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, জমিদার নয়।

আঘাত করলে প্রত্যাঘাত : এদিন রণং দেহি মেজাজে ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করে নেত্রী বলেন, বাংলার মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আর আমাকে আঘাত করলে আমি প্রত্যাঘাত করব, ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব! নির্বাচনের পরে গোটা দেশটা আমি চষে বেড়াব। যদি দিল্লির নেতারা ভাবেন বাংলা দখল করবেন তবে বাংলা দিল্লি দখল করবে।

নেত্রীর কথায়, সারা দেশ দখল করেছ। বাংলা দখল করতে চাও! বাংলার মানুষ (এরপর ১২ পাতায়)

চাঁদপাড়া মোড় থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রা। মানুষের উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনার মাঝে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

নির্বাচনের আগেই সংঘাতে বিজেপি
আমার সঙ্গে খেলতে এসো না : নেত্রী

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার দলীয় কর্মসূচিতে হেলিকপ্টারেই বনগাঁ পৌঁছানোর কথা ছিল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু হেলিকপ্টারে বনগাঁ যেতে পারলেন না তৃণমূল নেত্রী। তিনি একটু দেরিতে পৌঁছলেও তার কারণ ব্যাখ্যা করে আমজনতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এরপরেই আসল বোমাটি ফাটান। বলেন, নির্বাচন শুরুই হল না, সংঘাত শুরু হয়ে গেল! বনগাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হেলিকপ্টারের প্রসঙ্গটি নিজেই তুলে ধরে বলেন, গত সাত-আট মাস ধরে আমি কোনও হেলিকপ্টার ব্যবহার করিনি। একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হেলিকপ্টার নেওয়া ছিল। আজ রওনা হওয়ার আগে সেটির একটি সমস্যা-সংক্রান্ত বিষয় জানা যায়। তবে এতে আমার ভালই হয়েছে। সড়কপথে আসতে গিয়ে প্রচুর মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, অনেক এলাকা ঘুরে এসেছি। জনসংযোগ হয়েছে।

কপ্টার কিস্‌সায় হুঙ্কার

বিজেপিকে আক্রমণ করে নেত্রীর সাফ কথা, নির্বাচন শুরুই হল না আর আমার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে গেল! (এরপর ১২ পাতায়)

বনগাঁয় জনসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

‘সার’ আতঙ্কে আবার মৃত্যু, অসুস্থ বিএলও

সুষমারানি মণ্ডল।

সংবাদদাতা, কাঁথি : ফের এসআইআর-এর আতঙ্কে মৃত্যু। অসুস্থ দুই বিএলও। মৃত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার নাম সুষমারানি মণ্ডল। সোমবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের ঘটনা। বাড়ি পূর্ব আমতলিয়া গ্রামে। স্বামী প্রসূন মণ্ডল এই মৃত্যুর পিছনে এসআইআরকেই দাবি করেছেন। ফর্মে ওঁর কিউআর কোড মিলছিল না। নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় কয়েক দিন ধরেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুশ্চিন্তায় সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্বামী। জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, (এরপর ৬ পাতায়)

১০ জনের মুখোমুখি হতে ভয়! পাঁচ প্রশ্নের জবাব চাই : অভিষেক

প্রতিবেদন : জাতীয় নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে এবার জোরালো প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ দেগে অভিষেক বলেন, যদি নির্বাচন কমিশন সত্যিই স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার কথা বলে, তবে মাত্র পাঁচজনের বদলে ১০ জন সাংসদের সঙ্গে আলোচনা করতে আপত্তি কোথায়? ১০ জনের মুখোমুখি হতে এত ভয়! আমরা স্রেফ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব চাই। সেই স্বচ্ছ প্রশ্নের জবাব দিয়ে নির্বাচন কমিশন কি তার স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে ইচ্ছুক, নাকি তারা শুধু কেবল বন্ধ দরজার পিছনে কাজ করে? অভিষেক কটাক্ষের সুরে বলেন, সরকারের তরফে মনোনীত সিইসি এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা জনগণের ভোটে নির্বাচিত (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শিকড়

জন্মেছিলাম
এক মাটির গ্রামে,
মাটির চালের ঘরে
প্রাণের শিকড় ডানা মেলল
তুলসির ছায়ার দ্বারে।
আঁখি মেলল
শিউলি সকালে
চড়ুই পাখির ডানা ঝটপট
শঙ্খ বাজল ঘরে।
পূজার ঢাকের আনন্দ কাঠিতে
আল্পনার অঙ্কন স্রোতে
ভোগের গন্ধ ছড়িয়ে,
লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে
মা রয়েছেন দাঁড়িয়ে।
শারদ প্রাতে
সবুজ মাঠে
শস্য শ্যামল বাংলা।
ভালোবাসার মায়াঞ্চলে
ধন্য হলেম
ধন্য নদী নালা।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 November, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৮৯০-১৯৭৭) এদিন হাওড়ার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক। পৈতৃক ভিটা ৬৪ সুকিয়া স্ট্রিট। বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মা কাত্যায়নী দেবী। বাড়িতে অনেক মানুষ। ঠাকুরদা-বাবা 'কেরানিগিরি' করেন। তাই নিত্য টানাটানির সংসার। ছোটবেলায় পোলিও হল সুনীতিবাবুর। চোখ দুটোয় পাওয়ার মাইনাস ১২, ৯। এ-রকম পরিবার থেকেই ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, মতিলাল শীলের অবৈতনিক স্কুল, স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সব স্তরে সাফল্য অর্জন তাঁর। প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজি পড়ার সময়েই তিনি চার কিংবদন্তি মাস্টারমশাই— প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও এইচ এম পার্সিভালের সংস্পর্শে এলেন। শুরু হল গ্রিক, ল্যাটিন-সহ নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষার চর্চা। সুনীতি-মেধা আগ্রহ বোধ করল ভাষাতত্ত্ব, বিশেষত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতেও। কৃতিত্ব দেখালেন বেদপাঠেও। 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (সংক্ষেপে যা ওডিবিএল নামে পরিচিত) নামে মহাগ্রন্থ একলহমায় তাঁকে দিয়েছিল দেশ-বিদেশের খ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটির উৎসর্গপত্রে সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। শিলং পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত রে 'সাধারণের দস্তুর' গল্পের বইয়ের বদলে 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'র পাতা ওল্টান। সেই বইটিও তো সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের!

১৯২১
ভার্গিস কুরিয়েন

(১৯২১-২০১২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মোষের দুধ থেকে গুঁড়ো দুধ তৈরির গবেষণা শুরু করেন। তার ফল ভারতের প্রথম মিল্ক পাউডার প্ল্যান্ট। তাঁর অনুরোধে ১৯৫৫-র ৩১ অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যা উদ্বোধন করেন। তাঁর হোয়াইট রেভোলিউশন জন্ম দিয়েছিল মাদার ডেয়ারির। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে গুজরাত কো-অপরেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড ও ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভলপমেন্ট বোর্ড। রোমে তাঁর বক্তৃতা শুনে ইউরোপের বহু দেশ এগিয়ে এসে অপারেশন ফ্লাড ক্যাম্পেনে দুধ দান করেন। সেই দুধ অভিজাত শহরে বেচে সেই টাকায় সারা দেশে মিল্ক কর্পোরেশন গড়ে তোলেন কুরিয়েন। অপারেশন ফ্লাড-এর সৌজন্য সারা দেশের ৭২ হাজার গ্রামে দুধ উৎপাদন শুরু হয়। বিশ্বের বাজারে ভারতের দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রথম সারিতে চলে আসে। ১৯৬৫-তে পদ্মশ্রী ও ১৯৬৬-তে পদ্মভূষণ সম্মান পান কুরিয়েন। ভারতের দুধ বিপ্লব, ডেয়ারি ফার্মারদের উত্থান নিয়ে 'আই টু হ্যাড আ ড্রিম' নামে একটি বই লেখেন তিনি। ভারতের ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিতে অবদানের জন্য তাঁর জন্মদিন ২৬ নভেম্বর জাতীয় দুগ্ধদিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯৪৯
ভারতের সংবিধান দিবস।

এদিন সদ্য স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের ২৮৪ জন সদস্য স্বাক্ষর করে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকর হয়। ২০১৫ থেকে এই বিশেষ দিনটিকে জাতীয় সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে দিনটি জাতীয় আইন দিবস হিসেবে পালিত হত।

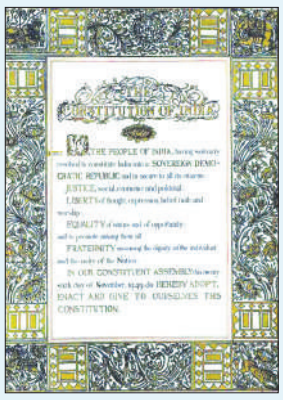

২০০৮
সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে রক্তাক্ত হয়েছিল ভারত।

চারদিন ধরে মুম্বই শহর জুড়ে দশ জঙ্গির সেই হামলা বদলে দিয়েছিল নিরাপত্তার সামগ্রিক ধারণাই। সন্ত্রাসের বলি হয়েছিলেন মোট ১৬৪ জন নিরপরাধ মানুষ। আহত হয়েছিলেন ৩০৮ জন। পাকিস্তান থেকে আরব সাগর পেরিয়ে মুম্বইয়ে হাজির হয়েছিল দশ জঙ্গি। কেউ কিছু বোঝার আগেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল মুম্বইয়ের লিওপোল্ড কাফে, নরিম্যান হাইটস, তাজ হোটেল, ছত্রপতি শিবাজি বাস টার্মিনাস, ট্রাইডেন্ট হোটেল, কামা হাসপাতাল-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। তার পরই শুরু হয়েছিল নির্বিচারে গুলিবর্ষণ।

২৫ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৫৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৯৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৭৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.১৯	৮৭.৫৩
ইউরো	১০৪.৩৯	১০২.০৬
পাউন্ড	১১৮.৭৮	১১৬.১৬

নজরকাড়া ইনস্টা

আমিশা প্যাটেল

দেবলীনা কুমার

কর্মসূচি

কানাইপুর এলাকায় ভোটরক্ষা শিবিরে মানুষের পাশে দাঁড়াল কানাইপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। ছিলেন ব্লক সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক দাস, অঞ্চল সভাপতি ভবেশ ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৭

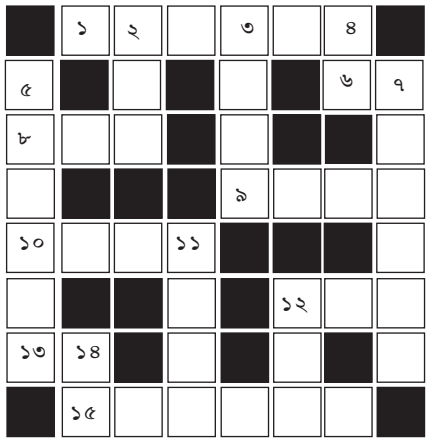

পাশাপাশি : ১. পায়রা, কবুতর ৬. শব্দ ৮. উত্তরের বিপরীত ৯. হাজত, ফাটক ১০. আস্তে আস্তে ১২. তবুও, তথাপি ১৩. দুইয়ের পর ১৫. শ্রীকৃষ্ণ।

উপর-নিচ : ২. অপসারণ, চালন ২. ডালিম ৪. মাদকদ্রব্য সেবনে বেহুঁশ ৫. ইন্দ্র ৭. (আল.) প্রাথমিক জ্ঞান ১১. অল্পদিন ১২. জীবন, জান ১৪. প্রণাম।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৬ : পাশাপাশি : ২. জলদকাল ৫. রোগহীন ৬. প্রভাস ৭. সেলামতি ৯. আয়তন ১২. অধম ১৩. দাবদাহ ১৪. বাখরখানি। উপর-নিচ : ১. বারোমেসে ২. জনপ্রতি ৩. দণ্ডসহায় ৪. লক্ষণ ৮. মনি অর্ডার ৯. আমদানি ১০. নসিহত ১১. কসবা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহামিছিলে জনসুনামি • নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

কনভয় থামিয়ে শুনলেন অভিযোগ, দাঁড়ালেন পাশে

সংবাদদাতা, বারাসত: ফের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জনসংযোগ করেন তিনি। এবার কনভয় থামিয়ে বিক্ষোভ প্রশমন করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গের থেকে মৃতের চোখ চুরির অভিযোগে বিক্ষোভ চলছিল যশোর রোডে। কনভয় থামিয়ে সেখানে গিয়ে তদন্তসাপেক্ষে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির নির্দেশও দিলেন তিনি। এরপরেই মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। বারাসত কাজিপাড়া ১ নম্বর রেলগেটের বাসিন্দা প্রীতম ঘোষ (৩৪) সোমবার পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ মর্গে মঙ্গলবার তাঁর ময়নাতদন্তও হয়। দেহ নিতে এসে পরিবারের লোকেরা অভিযোগ করেন, মৃতের চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে। যশোর রোড অবরোধ করেন। সেই পথ ধরে কলকাতায় ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহায়তা চান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অভিযোগ ঠান্ডা মাথায় শুনে কমিটি তৈরি করে তদন্তের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 November, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনপ্লাবনে উত্তর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির চক্রান্ত প্রকাশ্যে চলে এল। তৃণমূলনেত্রীকে রাজনৈতিক লড়াইয়ে হারাতে না পেরে এবার একেবারে কপ্টার চক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গলবার বনগাঁ যাওয়ার কথা ছিল। সিদ্ধান্ত, তিনি ডুমুরজোলা থেকে কপ্টারে চেপে সেখানে পৌঁছবেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়েই জানা গেল, কপ্টার যাবে না। কেন? মহারাষ্ট্রের ওই সংস্থার নাকি কপ্টারটির জন্য করা ইনস্যুরেন্স মঙ্গলবারই শেষ হয়ে গিয়েছে। তথ্যগত কোনও ভুল নেই। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্ত স্পষ্ট। কপ্টারে কে যাবেন? নিশ্চয়ই যাচ্ছেন না প্রমোদভ্রমণে কোনও পর্যটক। যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা। সেই নিরাপত্তার কারণেই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দায়িত্বে থাকা অফিসাররা মেপে করেন। যে সংস্থা এই কপ্টারটি দিয়েছিল তারা কি জানত না ইনস্যুরেন্স শেষ হয়ে গিয়েছে? নিশ্চিত জানত। জেনেশুনেই কাজটি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের সংস্থা। বাংলার বিজেপি মহারাষ্ট্রের বিজেপির হাতেপায়ে ধরেছে। বলেছে, যেভাবেই হোক মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে চড়া বন্ধ করো। দেশটা এই ভাবেই এখন চালাতে অভ্যস্ত মোদি-শাহর দল। কিন্তু ভুলে যায় এটা বাংলা আর মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬, ২০১৯, ২০২১ এবং ২০২৪-এ বিজেপির প্রচুর হাঁকডাক শুনেছে বাংলা। কিন্তু শেষে অশ্বডিম্বই প্রসব করেছে তারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এবার এসআইআর ধুয়ো তুলেও মুখ থুবড়ে পড়বে বিজেপি। মঙ্গলবার মতুয়ানগরীতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জনসভা, পদযাত্রা করেছেন। জনপ্লাবন বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলা তার মেয়েকেই ভরসা করে।

e-mail থেকে চিঠি

নির্লজ্জ বেহায়া দু-কান কাটার দল

কোনও শারীরিক যাচাইকরণ ছাড়াই সোনালি বিবি এবং আরও পাঁচজনকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল মোদি সরকার। অথচ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সোনালি বিবিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। স্পষ্ট বলেছে, অনেক তথ্য রেকর্ডে রয়েছে। জন্মের শংসাপত্র, আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতেন এটাও এক ধরনের প্রমাণ। অথচ মোদি অমিত শাহের সরকার ও সেনা তাঁদের বক্তব্য না শুনেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা অন্যায়। এই কাজটাই বরং বেআইনি। বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে কেউ প্রবেশের কারণে আপনারা পুশব্যাক করতেই পারেন। তা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত করতে হবে তিনি যেন দেশের নাগরিক না হন। কেউ যদি বলেন ভারতে জন্ম নিয়েছেন, এখানে ছোট থেকে বড় হয়েছেন তবে তাঁর অধিকার রয়েছে। তাঁর কথা শোনা উচিত। আসলে, সোনালিরা ভারতের নাগরিক, তাঁদের বৈধ নথিও রয়েছে। পুশব্যাকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সোনালির বাবা ভদু শেখ। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, সোনালি-সহ ছ'জনকেই চার সপ্তাহের মধ্যে ভারতে ফেরাতে হবে। সে সময়সীমা শেষ হয় ২৪ অক্টোবর। কিন্তু তার আগেই, ২২ অক্টোবর ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় বেহায়া নির্লজ্জ মোদি সরকার। গত জুন মাসে দিল্লিতে কর্মরত বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি ও সুইটি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। ২০ অগাস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরে। তখন থেকেই তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংশোধনাগারে বন্দি। আর যারা বেআইনি কাজ করেছে, আইন না মেনে সোনালি বিবিদের ওপারে পাঠিয়েছে, তারা মঙ্গলবারও নোংরামির পথ ছাড়েনি। শুনানিতে কেন্দ্র আদালতের কাছে সময় চেয়েছিল। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে জানায়— মানবাধিকার, বিশেষ করে একজন গর্ভবতী মহিলার জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এর পরেও ওরা কোন মুখে সংখ্যালঘুদের ভোট চায়?

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এসআইআর কেন এত ভয়ঙ্কর?

বঙ্গে এসআইআর করাই হচ্ছে বিজেপির বাংলা দখলের খোয়াবে ঘি ঢালার জন্য। এটা যেমন সত্যি, তেমনই এটাও সত্যি যে, বাংলা বিহার নয়। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের সৈনিকেরা আছেন। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে এত আপত্তি, এত হইচই, এত বিরোধের কোনও কারণ থাকত না, যদি এটা সময় নিয়ে নিয়ম মেনে হত।

সেটা তো হয়নি। এবার এসআইআরের পুরো খেলাটাই শুরু হয়েছে বাংলার জন্য। এই এসআইআর-এর প্রধান অ্যাজেন্ডা হল, পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যায় তৃণমূলের ভোট কাটা। মূল টার্গেট অবশ্যই সংখ্যালঘু শ্রেণি। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের একটা বড় অংশই মুসলিম। আর সবথেকে বড়ো কথা, রাজ্যটা সীমান্তবর্তী। সেই সুযোগটাই নেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, আপত্তির কথা, এই খেলায় নির্বাচন কমিশন তো আর আম্পায়ারের ভূমিকায় নেই! তারা সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছে। আর সেটা কাজেকর্মে প্রকাশও পাচ্ছে।

দেখুন, কাঁথির গদ্দার কুলের পোদ্দার লোডশেডিং বিধায়ক, অশান্তি কুঞ্জের মেজো খোকা বার বার হুমকি দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুরোদস্তুর ব্যবহার হবে আসন্ন ভোটে। তাতে আপত্তির কিছু নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ-রাজ্যে ভোট আগেও এভাবে হয়েছে। হয়তো এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা আলাদা হবে। টার্গেটেড ভোটারদের জন্য নামানো হবে আধাসেনাকে। একদিকে তারা বিজেপির কোর ভোট ব্যাংককে আশ্বস্ত করবে, আর অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক ভোটারদের চাপে রাখবে। তাতে আপত্তির তেমন কিছু ছিল না। বলাই যেত, করুক না, দেখা যাক কী হয়! কিন্তু সেটা অত হালকাভাবে এবার বলা যাচ্ছে না। কারণ, এই এসআইআর। নিঃশব্দ ঘাতকের ভূমিকায় তার পদসঞ্চার।

দেখুন, অনুপ্রবেশকারী বা ভুয়ো ভোটার যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকে, তাহলে তাদের নাম বাদ যাওয়ায় আপত্তি করা উচিত নয়। কারণটা খুব সহজবোধ্য। তারা যোগ্য ভোটার তথা নাগরিকদের অধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা, মজুরি, সবেতেই ভাগ বসাচ্ছে। এই অংশটা কমে গেলে প্রকৃত নাগরিকদের তো বটেই, সরকারেরও সুবিধা, এমন ভাবাটাও অমূলক নয়। কারও মনে হতেই পারে, এবং সেই মনে হওয়াটা সঙ্গত, সেক্ষেত্রে পরিষেবা আরও ভালভাবে দেওয়া ও পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এই এসআইআর তো সেই লক্ষ্যে কাজ করছে না। এবার যেটা করা হচ্ছে, সেটা কারচুপির বন্দোবস্ত।

আর সেজন্যই কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই, অজস্র ত্রুটিতে আমল না দিয়ে, দু-আড়াই বছরের কাজ দু-মাসে শেষ করার ফরমান জারি করা হয়েছে। অমানবিক, অপরিকল্পিত অরাজক উদ্যোগ, যা শেষ বিচারে নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা নষ্ট করছে, তার পবিত্রতা বিপন্ন করছে।

এ-জন্যই রাজ্য জুড়ে এমন বহু ইনিউমারেশন ফর্ম বিএলও অ্যাপ মারফত অনায়াসে আপলোড হয়ে যাচ্ছে যাতে শুধু পদবি দিলেও লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে ফর্ম। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত ভোটার কি না, তা কোনওভাবেই চিনতে পারছে না বিএলও অ্যাপ। আর তাই এসআইআরের স্বচ্ছতা নিয়ে তৈরি হচ্ছে উদ্বেগ।

ফর্ম স্ক্যান করে আপলোডের পর এখন অ্যাপে শুধুমাত্র দু'টি অপশনে কাজ করতে পারছেন বিএলওরা। প্রথম, যাঁদের ২০০২ সালের কোনও তথ্য দেওয়া নেই, তাঁদের জন্য একটি ট্যাব। আর দ্বিতীয় ট্যাবটি হল, যাঁদের ২০০২ সালের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে, তাঁদের তথ্য 'ইনপুট' করে ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করা। এই দ্বিতীয় অপশনে কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, কোনও ফর্মে উল্লেখ করা ২০০২ সালের বিধানসভা ক্ষেত্র, অংশ নম্বর এবং ক্রমিক সংখ্যা মিলে গেলেই সেই ফর্মের ক্ষেত্রে আর কোনও তথ্য প্রয়োজন হচ্ছে না। ফর্মে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট ভোটারের সমস্ত তথ্য সহজেই উঠে যাচ্ছে অ্যাপে। এখানেই তৈরি হয়েছে ধন্দ। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সঠিক তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন কি না, অ্যাপ মারফত তা যাচাইয়ের কোনও সুযোগ নেই।

অর্থাৎ যদি দেখা যায়, কোনও ভোটারের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই, অথচ তিনি ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণের সময় ওই বছরের ভোটার তালিকায় থাকা কোনও ব্যক্তির বিধানসভা ক্ষেত্র, অংশ নম্বর ও ক্রমিক সংখ্যা লিখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তাহলেই আপলোডে সমস্যা থাকছে না। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আত্মীয় হিসেবে সঠিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন কি না, অ্যাপে তা যাচাইয়ের উপায় নেই। মানেটা হল, তিনি প্রকৃত ভোটার কি না, অ্যাপ মারফত চিহ্নিত করার কোনও ব্যবস্থাই নেই!

এজন্য ম্যাপিংই দায়ী (বর্তমান তালিকার সঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই)। কারণ কোনও ভোটারের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকলে তাঁর ম্যাপিং সম্পন্ন করে অ্যাপে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই ম্যাপিংয়ে থেকে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যে কেউ আত্মীয় দেখিয়ে দিয়ে ফর্ম পূরণ করলে, অ্যাপ সেটাই গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে অ্যাপ শুধু ম্যাপিং অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভোটারের বিধানসভা ক্ষেত্র, অংশ নম্বর ও ক্রমিক সংখ্যা চিহ্নিত করছে এবং ইনিউমারেশন ফর্ম লিঙ্ক করতে সাহায্য করছে।

এভাবে তৈরি হওয়া ভোটার তালিকার সঙ্গে ইনিউমারেশন ফর্মে উল্লিখিত নামধাম নিখুঁতভাবে মিলবে না। বিপুল সংখ্যক ভোটার এর শিকার হতে পারেন। এরকম ভোটারদের দু'মাসে নিজেকে স্বচ্ছ ভোটার প্রমাণ করতে হবে। মাস দুয়েকের মধ্যে তাঁরা 'সঠিক জায়গায়' যোগাযোগ করবেন, নথি গুছাবেন, হিয়ারিংয়ে যাবেন, ডকুমেন্ট দেবেন এবং অপেক্ষা করবেন চূড়ান্ত তালিকার জন্য! সম্ভব?

যে-বৃদ্ধা একাকী কোনওমতে জীবনটা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, বা যে চাষির ফসল কাটতে গিয়ে ক্যালেন্ডার দেখার ফুরসত নেই, তাঁরা কি খোঁজখবর করে এবং নথি গুছিয়ে নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যাওয়ার মতো মানসিকতা রাখেন? এই সংখ্যাটা কিন্তু নেহাত কম নয়। আর যাঁরা নথি দাখিল করবেন, তাঁদেরও সবার ঠিক ওই সময়ের মধ্যে সবকিছু 'প্রমাণ' হবে কি না, সেটাও সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। অনেককেই বলা হবে, আপনি ৬ নম্বর ফর্ম ফিল আপ করুন। অর্থাৎ, নতুন ভোটার হিসেবে আবেদন করুন। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে যদি ভোট ঘোষণা হয়ে যায়, এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা বেরনোর পর দু'মাসও বাকি থাকবে না। অথচ, ভোটের ১০ দিন আগে পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম তোলার সুযোগ পাবেন তাঁরা। অর্থাৎ, খসড়া তালিকা প্রকাশ থেকে মনোনয়ন শেষ হওয়া পর্যন্ত মেরেকেটে তিন মাস। কত মানুষের পক্ষে ওই সুযোগ নেওয়া সম্ভব হবে? যদি ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, মৃত, স্থানান্তরিত এবং 'ভুয়ো' মিলিয়ে ৬০ লক্ষ নাম রাজ্য থেকে বাদ গিয়েছে, তাহলেও তার কেন্দ্রওয়াড়ি গড় ছাপিয়ে যাবে ২০ হাজার। টার্গেট করে ভোটার বাদ দেওয়া হলে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাই বাদ পড়বেন, সে আশঙ্কা প্রবল। আর, আপত্তিটা সেখানেই।

ওইটাই নাকি এসআইআরের খেলা।

এসআইআর-আতঙ্কে আর কত হাজার ভোটার বা বিএলও মরলে তবে এ-খেলায় বিজেপি জিততে পারবে? আর কত মানুষ আতঙ্কে ভিটে ছাড়লে বিজেপি শান্ত হবে? উত্তরটা জানতে চাই। সেই সঙ্গে, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে অবস্থা ভয়াবহ হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মাঠে নেমে মানুষকে সাহায্য করবে। মূলত নথি পেতে যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়, সেটাই নিশ্চিত করবে মা-মাটি-মানুষের সরকার।

বাংলা কিন্তু বিহার নয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা • ফ্রেমবন্দি নানা মুহূর্ত

বিজেপির জয়রথ থামবেই চষে ফেলব গোটা দেশ

মণীশ কীর্তনিয়া

ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম কারিগর তিনি। নামকরণও তাঁরই। গোটা দেশ জুড়ে বিজেপির জয়রথ তিনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ আটকাতে পারেনি। সুযোগ পেয়েও কংগ্রেস নিজেদের তুলে ধরতে ব্যর্থ। গোটা দেশজুড়ে একটার পর একটা নির্বাচনে বিজেপিকে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। সর্বশেষ বিহার নির্বাচনেও প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল করতে পারেনি কংগ্রেস। আগামী বছর বাংলায় বিধানসভার মেগা নির্বাচন। তার আগেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত বিজেপিকে টার্গেট করে কার্পেট বম্বিং করলেন। বনগাঁর সভা থেকে মঙ্গলবার নেত্রীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ২০২৬-এ নির্বাচনের পর আমি গোটা দেশজুড়ে চষে বেড়াব। ভারতবর্ষকে আমিও চিনি। প্রকারান্তরে তিনি জাতীয় স্তরে বার্তা দিলেন, এবার টার্গেট ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচন। এদিন বলেও দিলেন, ২০২৯-এর নির্বাচনে বিজেপির অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে। সরকার থাকবে না। তাই এখন থেকেই সলতে পাকাতে শুরু করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আগামী বছর দেখা দেবেন দেশনেত্রী হিসেবে। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে একজোট করবেন বিরোধী দলগুলিকে। নেতৃত্ব দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অলআউট লড়াইয়ে যাওয়ার বার্তাই কার্যত দিয়ে রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতুয়ামহলে উন্মাদনার জোয়ারে ভাসলেন নেত্রী

সুমন তালুকদার

বনগাঁ-বাগদা-ঠাকুরনগর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল মতুয়া অধ্যুষিত। মঙ্গলবার সেখানেই এসআইআরের প্রতিবাদে জনসভা করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রী আসবেন বহুদিন পর বনগাঁয় সভা করতে, এ-কথা জানার পরই উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল এই অঞ্চল জুড়ে। আশপাশের সবক'টি বিধানসভা এলাকায় উদ্দীপনা ছিল চূড়ান্ত। প্রস্তুতি চলছিলই। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই জনতার ঢল নেমেছিল বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক সংলগ্ন এলাকায়। এদিন সব রাস্তা ছিল তৃণমূলের পতাকাময়। তার সঙ্গে মতুয়াদের বিজয় ডঙ্কা সারা দিনভর বাজতেই থেকেছে। একটার পর একটা মিছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে সভাস্থলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সভাস্থলে পৌঁছলেন তখন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তখনও মিছিল এসেই চলেছে। সেই মিছিলে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ-সহ অন্যান্য মনীষীদের ছবি নিয়ে হাঁটছেন তাঁরা। অনেকের গলায় আবার মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। সার বিরোধী মিছিলে বাংলা-বাঙালির বঞ্চনা ও অপমানের প্রতিবাদ। মিছিলে হেঁটে বাংলার মানুষ আদতে বিজেপিকে ধিক্কার জানালেন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করে দলীয় সতীর্থ-সহ বনগাঁবাসীকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন, আপ্লুত সকলে। এদিন মহিলাদের উপস্থিতি ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ তাঁরা চোখ বন্ধ করে ভরসা করেন জননেত্রী, তাঁদের দিদি ঘরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জনসভা করেই তিনি চলে গেলেন চাঁদপাড়া। এরপর শুরু হল পদযাত্রা। ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত। এটুকুই যথেষ্ট দলের বাকিদের কাছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মেগাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত দলীয় সতীর্থরা।

রাজ্য
26 November, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিলেন ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সাকিব আহমেদ। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পেয়ে খুশি প্রাপকরা

ঐতিহ্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণে উদ্যোগ

হেরিটেজ সংস্কারে ২৭ সংস্থাকে দায়িত্ব

প্রতিবেদন : রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার দু'ডজনের বেশি বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন হেরিটেজ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং কারিগরি পরামর্শের জন্য মোট ২৭টি বাস্তুকার ও পরামর্শদাতা সংস্থাকে তালিকাভুক্ত বা এমপ্যানেল করা হয়েছে। ওই সব সংস্থা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেরিটেজ রক্ষায় কাজ করবে। গত ১০ নভেম্বর, প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন অ্যাক্ট ২০০১ এবং ২০০৪ সালের রেগুলেশন অ্যাক্ট মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য এই সংস্থাগুলি কমিশনের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হেরিটেজ সাইটগুলির সুরক্ষায় কাজ করবে।

হেরিটেজ কমিশনের স্ক্রিনিং কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত এই ২৭টি সংস্থাকে তাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুটি নির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'ক্যাটাগরি এ'-তে স্থান পেয়েছে ১৭টি সংস্থা এবং 'ক্যাটাগরি বি'-তে রয়েছে ১০টি

সংস্থা। এই তালিকায় কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই এবং হায়দরাবাদের মতো বিভিন্ন শহরের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলির মূল দায়িত্ব হবে হেরিটেজ ভবন বা সৌধগুলির ডিপিআর তৈরি করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের নকশা প্রস্তুত করা এবং সরেজমিনে কাজের তদারকি করা।

সরকারের এই নির্দেশিকায় হেরিটেজ সংরক্ষণের কাজকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভবন মেরামত করাই নয়, কোনও প্রাচীন স্থাপত্যের ঐতিহাসিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তার সংস্কার করাই হবে এই বিশেষজ্ঞদের লক্ষ্য। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কাজের পরিধিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন, প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। প্রকল্পগুলির কাজের মানের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং বিশেষজ্ঞদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সরকার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। প্রকল্পের মোট খরচের ওপর ভিত্তি করে পরামর্শদাতাদের ফি বা পারিশ্রমিক ঠিক করা হয়েছে। এক কোটি টাকা পর্যন্ত বাজেটের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২.৭৫ শতাংশ হারে ফি ধার্য করা হয়েছে এবং প্রকল্পের বাজেট যত বাড়বে, এই শতাংশের হার আনুপাতিক হারে কমতে থাকবে। এছাড়াও, ল্যান্ডস্কেপিং বা উদ্যানসজ্জার কাজের জন্য আলাদা ফিজ কাঠামো রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে আশা করা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের অবহেলিত ঐতিহাসিক ইমারতগুলি এবার বিশেষজ্ঞের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাবে। এতদিন অনেক ক্ষেত্রে সঠিক কারিগরি জ্ঞানের অভাবে হেরিটেজ সংস্কারের কাজ ব্যাহত হত বা তার আদি রূপ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকত। এবার জাতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই ২৭টি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ায়, রাজ্যের হেরিটেজ পর্যটন ও স্থাপত্য সংরক্ষণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। অর্থ দফতরের অনুমোদনের পর এই তালিকাভুক্তি অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে।

নদিয়ায় সাংগঠনিক রদবদল

প্রতিবেদন : সামনেই বিধানসভার মহারণ। সেই যুদ্ধের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বে রদবদল চলছে। মঙ্গলবার দলের তরফে নদিয়া (রানাঘাট) সাংগঠনিক জেলার মাদার কমিটি, যুব তৃণমূল, মহিলা তৃণমূল ও আইএনটিটিইউসি শাখার নয়া ব্লক/ টাউন সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য ও নদিয়া (রানাঘাট) জেলা কমিটিতে নতুন সদস্যদের নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে। নদিয়া জেলার ২৩টি ব্লক/ টাউনে মাদার, যুব, মহিলা ও আইএনটিটিইউসি শাখায় নির্বাচিত হয়েছেন নয়া সভাপতি ও সহ-সভাপতিরা। রাজ্য ও জেলা কমিটিতেও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক পদের দায়িত্ব পাওয়া ৩৬ নয়া পদাধিকারিকে দলের তরফে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের পাশাপাশি আগামী নির্বাচনী দলের হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কারখানায় আগুন

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার ডোমজুড়ের কাটলিয়া এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্লাস্টিক তৈরির আগুন লাগে। প্রচুর প্লাস্টিক মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ৪টি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

কাটা গেল হাত

প্রতিবেদন : বাসের ধাক্কায় কাটা গেল হাত। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই তরুণী। মঙ্গলবার সকাল ১০ নাগাদ নিউটাউনের সিটি সেন্টার-২ এর সামনে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন। নারকেলবাগানের দিক থেকে আসা বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন দু'জনে। তরুণীর হাতের উপর দিয়ে চলে যায় বাসের পিছনের চাকা। বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে জখম হাত কাটা পড়ে। আটক চালক।

সলপে নাতিকে খুন ঠাকুমার

সংবাদদাতা, হাওড়া : শৌচাগার থেকে ফিরে আর ছেলেকে খুঁজে পাননি মা। শুরু হয় হইচই। এর মধ্যেই সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। তিন মাসের নাতিকে 'খুনে'র অভিযোগ উঠল ঠাকুমার বিরুদ্ধে। বাড়ির পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার হল ওই শিশুর দেহ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ঠাকুমা সারথি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে তিন মাসের শিশুকে ঠাকুমার কাছে শুইয়ে রেখে শিশুটির মা প্রাতঃকৃত্যে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই ঠাকুমা নাতিকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চাপে পড়ে খুনের কথা স্বীকার করেন তিনি। কী কারণে নিজের নাতিকে এই খুনের ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

■ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। ছিলেন সুবোধ সরকার, বরুণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘরে।

'সার' আতঙ্কে আবার মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর) বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যেভাবে যে কোনও প্রকারে এসআইআর করার জন্য লেগে পড়েছে, তাতে এভাবে অসহায় মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই মৃত্যুর দায় বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বিএলও। হাসপাতালে গিয়ে কান্নায় ভেঙেও পড়লেন।

অসুস্থ বিএলও সবিতা সর্দার।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের ঘটনা। অসুস্থ বিএলওর নাম সবিতা সর্দার। পেশায় আইসিডিএস সুপারভাইজার। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম সংগ্রহের সময় আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন। অসুস্থতার খবর পেয়ে যান তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত। পাশে থাকার কথা দেন। কালিয়াগঞ্জেও এসআইআর-এর চাপে তাড়াহুড়ো করে স্ক্রুটি চালিয়ে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে গুরুতর আহত হলেন বিএলও কল্যাণী রায়। বালাহার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। ১১৩ নম্বর বুথের বিএলও। তাঁকে দেখতে যান শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকারের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল।

১০ জনের মুখোমুখি হতে ভয়!

(প্রথম পাতার পর)

সাংসদদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন! তৃণমূল প্রতিনিধি দল কমিশনের কাছে মাত্র পাঁচটি স্পষ্ট প্রশ্ন রাখতে চায়। তার জবাব দিতে চাইলে বিরোধীদের সামনে লুকোনোর প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশনকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের খোলা চ্যালেঞ্জ, বৈঠক যদি সত্যিই খোলামেলা হয়, তবে সেটি সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করা হোক। যাতে গোটা দেশবাসী পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে পান।

কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ১০ জন সাংসদকে নিয়ে যেতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল কমিশনকে। কিন্তু কমিশন তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে ২৮ নভেম্বর বেলা ১১টায় তৃণমূলের পাঁচজন প্রতিনিধিকে আসতে বলেছে। এদিকে, মঙ্গলবার ফের তৃণমূল চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। দশজন প্রতিনিধিকে কমিশনের সাক্ষাতের অনুমতি দিতে হবে বলে জানিয়েছে তৃণমূল। এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে তৃণমূল কংগ্রেসের এক বর্ষীয়ান সাংসদ জানিয়েছেন, আমরা নিশ্চয়ই ললিপপ চুষব না।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ২৩ নভেম্বর চিঠি পাঠিয়ে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করার আবেদন জানান। সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনকে পরপর দুটি সতর্কতামূলক চিঠি লেখেন। তারপর নড়েচড়ে বসে কমিশন। প্রতিনিধিদের আসতেও বলা হয়।

নতুন ভোটার কার্ডে বাধ্যতামূলক আধার

প্রতিবেদন : এনুমারেশন ফর্মে আধার বাধ্যতামূলক করার পর নির্বাচন কমিশন এবার নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন, ভোটার কার্ড স্থানান্তর এবং সংশোধনের আবেদনেও আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে। এতদিন নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন জানানোর ৬ নম্বর, স্থানান্তরের আবেদন জানানোর জন্য ৭ নম্বর ও সংশোধনের আবেদন জানানোর ৮ নম্বর ফর্মে আধার জমা দেওয়া ঐচ্ছিক ছিল। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার থেকে এই তিনটি ক্ষেত্রেই আধার নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ২৭ অক্টোবর যে বারোটি রাজ্যে একযোগে এসআইআর প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, সেখানে অনলাইন

এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে ভোটার কার্ড ও আধার—উভয়ের সঙ্গেই আবেদনকারীর ফোন নম্বর লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই নির্দেশ খতিয়ে দেখেই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে কমিশন।

কমিশনের মতে, আধার নম্বর ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই ভোটার তালিকা পরিষ্কার, নির্ভুল এবং স্বচ্ছ রাখতে আধার বাধ্যতামূলক করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে কমিশন। বিশেষ করে অনলাইন নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন করলে কমিশনের সার্ভার সরাসরি আধারের সই ও তথ্য যাচাই করতে পারবে। আগামী ৯ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। সেদিন থেকেই শুরু হবে নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন, ডিভিশন ও সংশোধনের জন্য আবেদন গ্রহণ। সময় পাওয়া যাবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফলে নির্বাচন কমিশনের এই নতুন নির্দেশিকা আগামী দিনে প্রতিটি আবেদনকারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, কারণ এবার থেকে ভোটার কার্ডের যাবতীয় প্রক্রিয়ায় আধার অপরিহার্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালির ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে চলন্ত বাসে আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হতাহতের কোনও খবর নেই

দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দলীয় নির্দেশ

প্রতিবেদন : এসআইআর ইস্যুকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে! দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের লড়াইয়ে নামার বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। সোমবার প্রায় ২৫ হাজার দলীয় নেতা-নেত্রীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকের পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার বৈঠকে বসে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। অভিষেকের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এদিন দক্ষিণ কলকাতার জেলা-বৈঠকে ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মালা রায়, দেবাশিস কুমার, জাভেদ খান, বাবুল সুপ্রিয়, রত্না চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত মজুমদার, মণীশ গুপ্ত, শুভাশিস চক্রবর্তী-সহ সমস্ত কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদরা। অন্যদিকে, উত্তর কলকাতা জেলা-বৈঠকে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতীন ঘোষ, ডাঃ শশী পাঁজা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ পাল, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্তি পাণ্ডে প্রমুখ।

■ দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার এসআইআর পর্যালোচনা বৈঠকে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বৈঠকে অরূপ বিশ্বাস জানান, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলনে নেমেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, তেমনি সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করতে বাংলা-বিরোধী বিজেপির এসআইআর-চক্রান্তকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন মনে করে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হাতে আর মাত্র ৯টা দিন রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যাতে ১০০ শতাংশ মানুষ এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেকে স্মার্টফোনে ততটা সক্রিয় নন। তাঁদের পাশে থেকে 'দিদির দূত' অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিতে হবে। ১০০ শতাংশ বৈধ ভোটারের নাম যেন ভোটার তালিকায় থাকে, তার উপর জোর দিতে হবে। বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম জানান, লড়াই করতে গেলে যেমন অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, আমাদের এই লড়াইয়ে সেই অস্ত্র হল এনুমারেশন ফর্ম। প্রত্যেকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জমা দেওয়া এনুমারেশন ফর্মের প্রতিলিপি জোগাড় করে রাখতে হবে। ৯ ডিসেম্বরের পর দেখতে হবে যাতে একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ না যায়। একটাও নাম বাদ গেলে তৃণমূল কংগ্রেস আইনি লড়াইয়ে নামবে।

■ উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার এসআইআর পর্যালোচনা বৈঠকে তৃণমূল নেতৃত্ব।

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার সাংগঠনিক জেলার কাউন্সিলর-বিধায়ক থেকে শুরু করে একেবারে তৃণমূলস্তরের কর্মীদের উদ্দেশে দলের স্পষ্ট বার্তা, কাউন্সিলর বা বিধায়করা দলের মুখ। বিশেষ করে কাউন্সিলররা। তারাই রাস্তায় নেমে কাজটা করেন। তাদের এই কাজে আরও সক্রিয় হতে হবে। এখনকার পারফরম্যান্সের বিচারেই টিকিট-ভাগ্য নির্ধারণ হবে। দল না থাকলে কেউ কাউন্সিলর-বিধায়ক থাকবেন না। তাই দলকে আগলে রাখতে হবে। যে কর্মীরা কাজ করছেন, তাঁদের সবদিক থেকে সাপোর্ট করুন। বিএলএ-২'রা দু'তিনজন মিলে সর্বক্ষণ বিএলওদের সঙ্গে থাকুন। এতে একজন কেউ অনুপস্থিত থাকলেও অন্যরা থাকবেন। উত্তর কলকাতার বেলেঘাটা, চৌরঙ্গি, কাশীপুর, এন্টালি এলাকায় এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ায় জোর দিতে বলা হয়েছে। দুই জেলার বৈঠক থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সবার আগে নিজের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও কর্মীদের সবাইকে 'দিদির দূত' অ্যাপে লগ-ইনে জোর দেওয়া হয়।

ধিক্কার সভায় বিজেপি ছেড়ে দলে দলে তৃণমূলে

জ্ঞানেশকে গ্রেফতারের দাবি

সংবাদদাতা, মন্দিরবাজার : কেন্দ্রের একাধিক জনবিরোধী নীতি এবং এসআইআরের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রতিবাদে সভা করল তৃণমূল। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে গদ্দারের ফ্লপ সভার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় জনস্রোত জানান দিল, ২০২৬-এ বাংলায় বিজেপির অস্তিত্ব থাকবে না। এই সভাতেই বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-পঞ্চায়েত সদস্যরা দলে দলে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিনের সভা থেকে তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা বিজেপিকে তিরিশের নিচে নামিয়ে দেওয়ার ডাক দেন। পাশাপাশি এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, এত মৃত্যু— এই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতারের আওয়াজ তোলেন। এই সভায় ছিলেন স্থানীয় সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক ও জেলা সভাপতি জয়দেব হালদার এবং সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব গদ্দার অধিকারীকে তীব্র কটাক্ষ করেন। সভায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, গদ্দার অধিকারী মুখে বড় বড় কথা বলে। ওসব বলে কোনও কোনও লাভ নেই। বিজেপি যে ভাঁওতা দেয় তা গদ্দার ফ্লপ সভায় প্রমাণ করে দিয়েছে। এরপরই তিনি তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন, গদ্দার অধিকারী মানুষকে উত্তেজিত করার কাজ করছে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সাংসদ বলেন, এইভাবে ভোট বৈতরণী পার হতে পারবে না বিজেপি।

■ উপরে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন সুদীপ রাহা, বাপি হালদার, জয়দেব হালদার-সহ নেতৃত্ব। (নিচে) জনসভায় উপচে পড়া ভিড়।

মেট্রোয় ৬ দিনে ৩ আত্মহত্যার চেষ্টা শিকেয় নিরাপত্তা

প্রতিবেদন : ৬ দিনে ৩টি আত্মহত্যার চেষ্টা কলকাতা মেট্রোয়! কোথায় নিরাপত্তা? কোথায় গেল এত রক্ষণাবেক্ষণের নমুনা? সপ্তাহের শুরুতেই আবার ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা। নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর লাইনে থমকে যায় পরিষেবা। দমদম স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেয় এক ব্যক্তি। ঘণ্টাখানেক বন্ধ থাকে পরিষেবা। হয়রানির শিকার হতে হয় বাকি যাত্রীদের। দমদম স্টেশনে দুর্ঘটনার জন্য ভাঙাপথে মেট্রো চলাচল করে। গিরিশ পার্ক থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত আপ এবং ডাউন দু-লাইনেই পরিষেবা বন্ধ ছিল। ১২টা ২০ মিনিট নাগাদ আবার পুরো পরিষেবা চালু হয়। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম এবং ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলে মেট্রো। মাঝে ঘণ্টাখানেক বন্ধ ছিল পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা। এদিকে, ওই ব্যক্তিকে তখনই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। মেট্রোতে আত্মহত্যা যেন রোজকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত সিসিটিভি লাগিয়ে, নজরদারি বাড়িয়ে লাভ কী! যাত্রীদের হয়রানি তো কমছেই না।

সোনালি-মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : সোনালি খাতুন মামলায় ফের সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল কেন্দ্র। যাচাই না করেই গর্ভবতী সোনালি খাতুন-সহ পাঁচজনকে গায়ের জোরে বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক নিয়ে শীর্ষ আদালতে কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়ল বিজেপি সরকার। এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রকে চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালিদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিলেও তা মানা হয়নি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্র একদিনের সময় চাইলে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় আগে ৬ জনকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর নথির ভিত্তিতে তাঁদের নাগরিকত্বের বিষয়টি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ একই পরিবারের ৬ জনকে দিল্লির গেরুয়া পুলিশ 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক করে। আর তিনদিনের মধ্যে কোনওরকম যাচাই ছাড়াই তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট দ্রুত তাঁদের ফেরত আনতে বলে। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্র সেই নির্দেশ মানেনি। এখানে উল্লেখ্য, সোনালির বাবা-মায়ের নাম রয়েছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। এ ছাড়াও পরিবারের কাছে ১৯৫২ সালের জমির দলিলও রয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১ ডিসেম্বর।

আগামী কাল থেকে শুরু ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন: নথি যাচাই পর্ব শেষ। এবার শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। আগামী কাল, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। প্রতিদিন গড়ে ডাকা হবে ৩০০ থেকে ৩৫০ জন চাকরিপ্রার্থীকে। এসএসসি নিয়োগের জন্য রাজ্যকে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসে ভাগ করা হয়েছে। এই উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, এই আঞ্চলিক অফিসগুলির মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারভিউ নিতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। তাই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে গেলে আঞ্চলিক ভাবে ইন্টারভিউ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথম পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ হবে।

ফিরছে শীত, নামছে পারদ

প্রতিবেদন: ধীরে ধীরে ফিরছে আবার শীতের আমেজ। কলকাতায় বেশ খানিকটা কমল। শহরে এদিন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির ঘরে। জেলায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বেশ কিছু জেলায় সকালে কুয়াশা থাকবে তবে বেলা বাড়লে পরিষ্কার হবে আকাশ। সকালে ও রাতে শীতের শিরশিরানি অনুভূত হবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী ৩-৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। তাপমাত্রার খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন নেই। স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। শুষ্ক হাওয়ায় হালকা শীতের আমেজ। রাতে এবং খুব সকালে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় তা উধাও হবে।

বাতিল লোকাল

প্রতিবেদন : প্রতি সপ্তাহে কোনও না কোনও কারণে বাতিল থাকছে একাধিক ট্রেন। যাত্রী ভোগান্তি উঠছে চরমে। বৃহস্পতিবার চক্রধরপুর ডিভিশনে মোট ১৬ জোড়া (৩২টি) ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ৪ জোড়া (৮টি) মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। রেলের লোকো পাইলটের পরীক্ষাতে কর্মীরা ব্যস্ত থাকার কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

আমার বাংলা
26 November, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যের উদ্যোগে জেলায় জেলায় উন্নয়ন, একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সূচনা

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, নয়া রাস্তা

কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কাজের বেলায় দেখা নেই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের। মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতিতে ব্যস্ত তাঁরা। উন্নয়ন করছে একমাত্র তৃণমূলের সরকার। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা অন্তর্গত পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত শালবাড়িতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। জেলা পরিষদের উদ্যোগে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাসিন্দাদের যাতে দূরের এলাকায় চিকিৎসার জন্য ছুটতে না হয় সেজন্য ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহায়ক হবে বলে জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কোচবিহার জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের জিবরামের কুঠি মৌজায় ১১০০ মিটার পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করেন সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। এছাড়া কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ফলিমারি অঞ্চলে আকড়াহাট থেকে কোশালডাঙা এলাকায় জনসংযোগে যান অভিজিৎ দে ভৌমিক। এসআইআর সাধারণ গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে, এমনই অভিযোগ করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সোমবার সকালে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা অন্তর্গত ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত আকড়াহাট থেকে কোশালডাঙা পর্যন্ত মর্নিং মিটে গিয়ে বাসিন্দাদের চাহিদা মেনে রাস্তার কাজ শুরু ব্যাপারে উদ্যোগের কথা জানান।

কোচবিহারে সূচনায় সুমিতা বর্মন, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন

মালদহ

সংবাদদাতা, মালদহ : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে চালু হল এক নতুন অধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মানিকচকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র এবং নুরপুরে নবনির্মিত একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবন। এই উদ্যোগের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ এবার আরও সহজে ও দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অভীক শঙ্কর কুমার, মালদহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মণ্ডল,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডল-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা-সুবিধাকে আরও হাতের কাছে আনাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। মানিকচকের বিশিষ্ট শিক্ষক আশিস সিনহা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যার একটি মানিকচকে আসায় উপকৃত হবেন অসংখ্য মানুষ। এদিনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক নতুন আশার আলো জাগাবে বলেই আশাবাদী স্থানীয়রা।

মানিকচকে উদ্বোধনে আধিকারিকরা।

সহায়তা শিবির

● এসআইআরে আতঙ্কিত চা-শ্রমিকদের পাশে আইএনটিটিইউসি। ফর্ম ফিলাপের জন্য প্রতিদিন হচ্ছে সহায়তা শিবির। দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে মঙ্গলবার তরাইয়ের অর্ড তরাই চা-বাগানে শিবির হয়। ছিলেন আইএনটিটিইউসি দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে।

টুর্নামেন্টে তৃণাঙ্কুর

● জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং সমতল চারটি জেলাকে নিয়ে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে এসে প্রয়াত নেতাদের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার মাথাভাঙা ২ ব্লকের ঘোকসাডাঙা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে প্রৌঢ়র জটিল অস্ত্রোপচার সফল

প্রতিবেদন : জটিল অস্ত্রোপচার সফল করে নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। অণ্ডকোষে টিউমার ধরা পড়েছিল প্রৌঢ়র। পরে তা ক্যানসারে রূপ নেয়। জেলা হাসপাতালে চলছিল চিকিৎসা। পরে অণ্ডকোষ বাদ দিয়ে তাতে কসমেটিক অণ্ডকোষ স্থাপন করে অপারেশন। সিলিকন কোম্পানির তৈরি অণ্ডকোষ স্থাপন করা হল আলিপুরদুয়ারের বনচুকামারি সাতকোদালির ৬২ বছর বয়স্ক চেতনদাস ভকতের। কসমেটিক এই অণ্ডকোষ সচরাচর পাওয়া যায় না। জেলা হাসপাতালে এমন অপারেশন খুব কম হয়। রোগী থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, সকলেই এই নতুন অস্ত্রোপচারে খুশি। মূলত এই ধরনের অস্ত্রোপচার মানবদেহে সংযুক্তিকরণ হওয়া খুব কঠিন। অনেক সময় রোগীর শরীর তা নিতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে তা হয়নি। আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে বনচুকামারির সাতকোদালি গ্রামের এক বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে অণ্ডকোষের সমস্যা নিয়ে ভুগছিলেন। তিনি অণ্ডকোষে টিউমার নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকরা পরীক্ষার পর তাঁর অণ্ডকোষে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব দেখতে পান। এরপর রোগীর অনুমতি নিয়ে অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ পবিত্র রায়। ওই ব্যক্তির শরীরে কৃত্রিম সিলিকনের অণ্ডকোষ লাগানো হয়। এটি যথেষ্ট ব্যয়বহুল সাজারি। বাইরে এই অস্ত্রোপচার করতে ৭০-৮০ হাজার টাকা খরচ হত। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অপারেশন করা হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর ভর্তির পর ওই ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগী এখন সুস্থ আছেন। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিভূত তাঁর পরিবার।

ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি ২ লেপার্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-বাগানে বেশ কয়েকদিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল দুই চিতাবাঘ। আতঙ্কে ছিলেন শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দারা। বন দফতরের তরফে চলছিল সচেতনতার মাইকিং। এদিকে, চিতাবাঘ দুটি ধরার জন্য পাতা হয় খাঁচাও। কিন্তু টোপ দেওয়া হলেও ধরা পড়ছিল না চিতাবাঘ দুটি। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েছিল। অবশেষে মঙ্গলবার ছাগলের টোপে ধরা পড়ল জোড়া চিতাবাঘ। বন দফতরের পাতা খাঁচায় ৮ নম্বর সেকশনে ধরা পড়ে। জোড়া চিতাবাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তি পেয়েছেন শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দারা।

অভিযোগ জানতে পুরসভা চালু করল হোয়াটসঅ্যাপ

হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালুর সূচনায় পুরসভার আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দলীয় নির্দেশে কয়েকদিন আগেই ফালাকাটা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান শপথ গ্রহণ করেছেন। ফালাকাটা পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ রায় (সনাতন) ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুমা রায় সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন। এবার দায়িত্ব নিয়েই পুরবাসীর সুবিধার্থে, পুর পরিষেবা নাগরিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে, সরাসরি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে একটি হোয়াটস্যাপ নম্বর চালু করলেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়। ফালাকাটা শহরের সাধারণ মানুষ ওই নম্বরে সরাসরি মেসেজ করে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরবেন। আর ওই মেসেজের সূত্র ধরে স্থানীয় কাউন্সিলর ও পুর কর্মীরা সংশ্লিষ্ট পরিষেবা যত দ্রুত সম্ভব দেবার চেষ্টা করবেন। ওয়ার্ডে জঞ্জাল, নিকাশি নালা অপরিষ্কার, পানীয় জল অমিল, পথের অবস্থা শোচনীয় সব ধরনের সমস্যা নির্ভয়ে সাধারণ মানুষকে এই নম্বরে জানাতে অনুরোধ করেছেন নতুন চেয়ারম্যান।

পরিযায়ী শ্রমিকের হাঁটু প্রতিস্থাপন

● দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তীব্র যন্ত্রণায় দিন কাটছিল পরিযায়ী শ্রমিক দেবেন বারুইয়ের। হাঁটুতে গুরুতর চোট পাওয়ার পর থেকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা তো দূরের কথা, কয়েক কদম হাঁটতেই বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। জীবিকানির্বাহ করাও হয়ে উঠছিল দিন দিন কঠিন। শেষমেশ আশার আলো খুঁজতে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসেন হবিবপুর ব্লকের বাহাদুরপুর নন্দাড় এলাকার ওই শ্রমিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবৈধ বালি পরিবহণের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। গত দশদিনে ২২টি বালিবোঝাই লরি বাজেয়াপ্ত এবং ১৯ জন চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে জাতীয় নাকা চেকিংয়ে আটকায় লরিগুলিকে।

আমার বাংলা
26 November, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

দুই জেলায় গদ্দারের পাল্টা সভায় সাধারণ মানুষের ঢল

মঞ্চে বক্তা আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে অগণিত শ্রোতা। জঙ্গিপুরে।

ভরা জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। মঙ্গলবার, মেমারিতে।

বাংলাকে বিজেপি-শূন্য করার আহ্বান বড়ঞায়

জঙ্গিপুর

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ২২-এর পর ২৫। মাত্র তিনদিনের ব্যবধান। গত শনিবার বড়ঞায় গদ্দারের পরিবর্তন সংকল্পসভার পাল্টা মঙ্গলবার সেখানেই বিশাল সভা করল তৃণমূল। এসআইআর ইস্যুতে প্রতিবাদসভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করলেন, বিজেপিকে ২৬-এ শূন্য করব। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকারও চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন গদ্দারের দিকে। বলেন, ২০২১-এ কংগ্রেস আর সিপিএম শূন্য থেকে মহাশূন্যে গিয়েছে। ২০২৬-এ ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের উন্নয়নের জন্যে, বড়ঞার উন্নয়নের জন্য, মুর্শিদাবাদের ২২টি আসনেও ওদের মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিতে চাই। সমস্ত অপপ্রচার আর কুৎসা নিয়ে বিজেপি বিদায় নেবে।

অপমানের জবাব দিতে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

মেমারি

সংবাদদাতা, মেমারি : ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে গদ্দারকে চরম আক্রমণ করলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। মেমারির পাল্লাতে উদয় সংঘের মাঠে জেলা তৃণমূলের সভায় স্নেহাশিস বলেন, এসআইআরের নাম করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি। ভোটার তালিকা থেকে অনেকে নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। আমরা রাস্তায়-আদালতে এর বিরোধিতা করছি। নিবাচন কমিশনকে করায়ত্ত করে ফেলেছে বিজেপি। গরিব মানুষ কমিশনের চাহিদা মতো নথি পাবে কীভাবে? কয়েক দিন আগে ঠিক ওই মাঠেই সভা করেছিলেন। স্নেহাশিস বলেন, এসআইআর নিয়ে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। একজনও বৈধ ভোটারের নাম আমরা বাদ দিতে দেব না। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের আহ্বান, বাংলার অপমান ও বঞ্চনার জবাব দিতে তৈরি হোন।

সদ্যোজাতর মৃত্যুতে বিক্ষোভ হাসপাতালে

সংবাদদাতা, আসানসোল : এক সদ্যোজাতর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে এক বেসরকারি হাসপাতালে বিক্ষোভ। আসানসোল দক্ষিণ থানার ভগৎ সিং মোড়ের ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, দিনকয়েক আগে চেলিডাঙার এক বেসরকারি হাসপাতালে রেলপারের এক প্রসূতি সদ্যোজাতের জন্ম দেন। সদ্যোজাতর অবস্থার অবনতি হলে তাকে ভগৎ সিং মোড়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কোনও চিকিৎসা করেননি, তার জেরেই সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র পেয়ে খুশি দাসপুরের খুকুড়দহবাসী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে চলেছেন প্রান্তিক গ্রামের মানুষজন। এতে খুশি এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। আজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর-২ ব্লকের খুকুড়দহ অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হল। উপস্থিত ছিলেন দাসপুর বিধানসভার বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, দাসপুর ২ সিএমএইচ, পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা রানা কর্মকার, উপপ্রধান নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। প্রতিমা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প দিয়ে সাধারণ মানুষকে বাড়ি বাড়ি নানান পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন, যেমন দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে ঠিক তেমনভাবে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার পরিষেবা প্রদান করে আবার প্রমাণ করে দিল তৃণমূল সরকার উন্নয়নের সঙ্গে, উন্নয়নের পাশে। জানা যায়, এদিন এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের ক্যাম্পে ১৩০ জনেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তারবাবুদের কাছ চিকিৎসা করান। এলাকার মানুষ বলেন, আগে আমাদের শরীর খারাপ হলে যেমন নার্সিংহোম, হাসপাতালে ছুটে যেতে হত, তার পরিবর্তে এখন দুয়ারে ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা প্রদান করছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা।

পাল্টা মিছিল-সমাবেশে বিজেপিকে তোপ অরূপের

দাঁতন

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বিজেপির বাংলা-বিরোধিতা, বাংলার প্রতি অবমাননা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এরই প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে পাল্টা মিছিল ও জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনসমাবেশে অগণিত মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করছে ২০২৬-এ বিজেপি উৎখাত হবেই। এসআইআর-এর সমর্থনে গত শনিবার মোহনপুরে মিছিল ও সভা করেছিল বিজেপি। সেই পরিবর্তনযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার তারই পাল্টা হিসাবে মিছিল ও সভা করল তৃণমূল। পরিবর্তন নয় প্রত্যাবর্তন, এই ব্যানার সামনে রেখে মোহনপুরের হাসপাতাল মোড় থেকে বাজার পর্যন্ত বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। এদিন দলীয় এই কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, মোহনপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক মাইতি প্রমুখ। শনিবারের বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত হয়েছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সমিত দাস। এদিন তা নিয়ে কটাক্ষ করেন অরূপ। বলেন, যে দলের জেলা সভাপতিকে নিজেদের দলীয় কর্মীর হাতে মার খেতে হয়, তারা আবার কী পরিবর্তন যাত্রার ডাক দেয়! মানুষকে নির্বাচনের সময় এসআইআর-এর ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না, আগামী দিনে মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে চতুর্থবারের জন্য প্রত্যাবর্তন করাবেন।

মঞ্চে বক্তা অরূপ চক্রবর্তী।

১০
২৬ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 November, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মস্তিষ্কের জটিল অস্ত্রোপচার

অসাধ্যসাধন বাঁকুড়া সম্মিলনীর ডাক্তারদের

প্রতিবেদন : জটিল অস্ত্রোপচারে নজির গড়ল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল। ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা আলপনা মাহাতর মাথায় এক বিরল এবং বৃহৎ আকারের টিউমার ধরা পড়ে। তার সফল অপারেশন করে ওই মহিলার প্রাণ বাঁচালেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। গত এক মাস ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার আলপনা দেবী তাঁর শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারছিলেন না। জল খেতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রথমে জামশেদপুরের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানে রোগনির্ণয় করা যায়নি। শেষে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যালে নিয়ে আসা হলে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারেন, মস্তিষ্কে একটি বৃহৎ আকারের টিউমার আছে। দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করার পর মেলে বড় সাফল্য। হাসপাতালের নিউরো সার্জন চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম কার্যত অসাধ্যসাধন করে মরণাপন্ন আলপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ঝাড়খণ্ডের বাড়ি রওনা দেবেন। বাঁকুড়া সম্মিলনীর শল্যবিদ ডাঃ চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রোগীর সেরিব্রামে বড় আকারের টিউমারটির অস্ত্রোপচার অত্যন্ত জটিল ছিল। এই ধরনের অপারেশন বাঁকুড়া কেন, অনেক বড় হাসপাতালেও খুব কম হয়। আমি চাই ভবিষ্যতে বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালে সফলভাবে আরও এমন জটিল অস্ত্রোপচার হোক। হাসপাতালের সুপার অর্পণ গোস্বামী বলেন, বর্তমানে যা পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়েই এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে যাতে আরও ভালভাবে এই ধরনের অপারেশন করা যায়, সে জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই উন্নত পরিকাঠামোর আবেদন জানিয়েছি।

■ হাসপাতালে আলপনা মাহাত।

দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ময়ূরেশ্বরে মোবাইল ভ্যানের সূচনায় সাংসদ

■ মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানের সূচনা করলেন সাংসদ অসিত মাল।

প্রতিবেদন : প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র। মঙ্গলবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ২ ব্লকের কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ মোবাইল ভ্যানের সূচনা করলেন সাংসদ অসিত মাল। ছিলেন বিধায়ক অভিজিৎ রায়, বিডিও পুষ্পেন্দু সাহা, বিএমওএইচ ডাঃ সৌমিক রায়, জিপিএমও ডাঃ তারিক আজিজ ও প্রধান জিয়াউদ্দিন প্রমুখ।

রাজ্যের বরাদ্দে হাল ফিরছে বিজেপি সাংসদের বাড়ির সামনের রাস্তার

২ কোটির প্রকল্পে আরও এগোল উন্নয়ন

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিরোধীরা যখন নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে বকলমে পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়নে অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। চার বছরে গোটা শান্তিপুর বিধানসভা এলাকায় প্রায় দেড়শো কোটির উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর। এবার একগুচ্ছ প্রকল্পে রাজ্য আরও ২ কোটি বরাদ্দ করায় উন্নয়নে আরও এক ধাপ এগোল শান্তিপুর বিধানসভা। শান্তিপুর বেলঘরিয়া ১ পঞ্চায়েতের ফুলিয়া চটকাতলায় একটি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। একই এলাকার নতুনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটার এটিএমের সূচনা হল ৫ লক্ষ টাকায়। ১৮ লক্ষের বাবলা পঞ্চায়েতের কয়েক কিলোমিটার রাস্তার উদ্বোধন হল। গোবিন্দপুর নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ লক্ষে উদ্বোধন হল আরও একটি ওয়াটার এটিএম। আড়পাড়া বাজার থেকে প্রায় দেড় কোটিতে ৩ কিলোমিটার একটি রাস্তার সংস্কারকাজের সূচনা হয়। এই রাস্তার শেষ অংশেই রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বাড়ি। দীর্ঘদিন বেহাল থাকলেও কোনও সংস্কার হয়নি। রাজ্যের আর্থিক সহযোগিতায় সোমবারেই শুরু হয়েছে সেই রাস্তা নির্মাণের কাজ। এদিন এই একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী। ছিলেন জেলা স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব। ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে উন্নয়নের জোয়ার। বিজেপি সাংসদ, তৃণমূল, সিপিএম এই সব দেখে উন্নয়ন থেমে থাকে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথের পথিকই নন। তিনি থাকা মানেই রাজ্যের উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে চলবে। উল্লেখ্য, এনআরসি থেকে সিএএ, তারপর এসআইআর সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন করছেন। পাশাপাশি উন্নয়নেও যো তাঁর সমান নজর আছে শান্তিপুরের এই প্রকল্পগুলিই তার প্রমাণ।

■ প্রকল্পের সূচনায় বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী। রয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

শান্তিপুর

স্বামীর নৃশংস খুনে স্ত্রী এবং প্রেমিকের যাবজ্জীবন সাজা

কৃষ্ণনগর

■ পাপিয়া, জয়ন্তকে নিয়ে আদালতে পুলিশ।

প্রতিবেদন : প্রেমিকের সঙ্গে জোট বেঁধে স্বামীকে খুনের ঘটনায় স্ত্রী এবং তার প্রেমিককে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কৃষ্ণনগর জেলা আদালত। সাক্ষ্যপ্রমাণ, নথি খতিয়ে তার ভিত্তিতে সোমবারই দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। আজ দুজনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা হল। উল্লেখ্য, ২০২৩- এর ২৫ অক্টোবর রক্তাক্ত অবস্থায় কোতোয়ালি থানা এলাকার বাগআচড়া গোয়ালপাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হন বিপুল ব্যাপারী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে এবং পরে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় রাতেই কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৫ নভেম্বর সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় বিপুলের। মৃতের বাবা হীরালাল ব্যাপারীর অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তাঁর অভিযোগ ছিল, বৌমা পাপিয়া ব্যাপারী ও তার প্রেমিক জয়ন্ত বারুইকে ঘটনার দিন রাতে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে বিপুল। আর সেই ঘটনা চাপা দিতেই পাপিয়া ও জয়ন্ত লোহার হাতুড়ি দিয়ে বিপুলকে বেদম মারধর করে। অচৈতন্য হয়ে পড়লে দেহ ফেলে পালায় জয়ন্ত। মোট ২১ জন সাক্ষ্য দেন। বিচারপর্ব শেষে কৃষ্ণনগর জেলা সেশন বিচারক শুভঙ্কর সেন অভিযুক্ত পাপিয়া ও জয়ন্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন তিনি।

স্ত্রী, মা-সহ তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে ফেরার বিজেপি নেতা

সোনামুখী

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সোনামুখীতে তৃণমূল কর্মী ও তাঁর স্ত্রী এবং মাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মী ও তার আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে। সোনামুখী পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চামুন্ডা কালীতলার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী স্বাধীন বিশ্বাসের অভিযোগ, সোমবার রাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় প্রতিবেশী বিজেপি কর্মী বিজয় প্রামাণিক ওরফে বান্টি তাঁকে দেখে গালিগালাজ করে। তিনি প্রতিবাদ করায় ওই বিজেপি কর্মী তাঁকে মারধর করে। শোরগোল শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়ের পরিবারের লোক ও আত্মীয়স্বজন সকলে মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্বাধীনের স্ত্রী ও মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর স্ত্রীর মাথার গোছা গোছা চুল ছিঁড়ে নেয় অভিযুক্তরা। ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতেও ভাঙচুর চালায় অভিযুক্তেরা। স্বাধীন বিশ্বাসের দাবি, পুরসভা নির্বাচনের সময় তাঁদের মধ্যে ঝামেলা হওয়ার পর থেকেই তাঁদের সঙ্গে প্রায়সই ঝামেলা হত। গত রাতে সেই ঝামেলা চরমে পৌঁছায়। রাতেই সেখানে উপস্থিত হন সোনামুখী শহর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী বাবলি গোস্বামী। আহত তৃণমূল কর্মী ও তাঁর স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। স্ত্রী ও মাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও স্বাধীনকে অবস্থার অবনতির কারণে বাঁকুড়ায় রেফার করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুখী থানায় পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এখনও এলাকায় রয়েছে পুলিশের নজরদারি। ইতিমধ্যেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা ও তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। তবে অভিযুক্ত নেতা ও তার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়রা বাড়িতে তালা দিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়।

মাঠে মাঠে ধরছে সরষে ফুল, মৌমাছির বাক্স বসাচ্ছেন মৌচাষিরা

প্রতিবেদন : মাঠে মাঠে সরষে ফুল ফোটা শুরু হতেই মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছির বাক্স বসানো শুরু করেছেন করিমপুরের মধুচাষিরা। তবে জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহার করায় গত কয়েক বছর মৌচাষে ক্ষতি হওয়ায় ভাল মধু সংগ্রহ নিয়ে চিন্তায় আছেন তাঁরা। তাঁদের কথায়, নভেম্বর মাসের শুরু থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরষে চাষ হয়। আর সেই সরষে গাছে ফুল ধরতেই মধু সংগ্রহের জন্য জমিতে মৌমাছির বাক্স বসানো হয়। কিন্তু ফসলে ব্যাপক হারে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। বছর দশেক আগেও এখানে স্থানীয়-বহিরাগত বহু চাষিই

মৌচাষ করতেন। এখন সেই সংখ্যাটা অনেক কম। এখনও যাঁরা মৌচাষে যুক্ত তাঁদের বেশিরভাগই অন্য জেলার। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ফসলের ফুলের মধু সংগ্রহ করে মৌমাছিরা। কাঠের তৈরি বাক্সে তাদের ঘরে রাখা হয়। প্রতি বাক্সে ১০টি করে প্লেট থাকে যেখানে কৃত্রিমভাবে তৈরি বাসায় থাকে মৌমাছিরা। সেই বাক্স খুলে দিলেই প্রায় তিন কিমি ব্যাসার্ধ এলাকা ঘুরে ঘুরে মধু নিয়ে ফের সেই নির্দিষ্ট বাসা-বাক্সে এনে তারা জমা করে। কিন্তু এলাকায় আনাজ চাষ বাড়ায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে। সেই কারণে মৌমাছিরাও মারা যাচ্ছে। জানা যায়, সুন্দরবনের গরান, কেওড়া ফুলের মতো এই এলাকার ধনে, কালো জিরে ও সরষে ফুল থেকেও ব্যাপক মধু মিলত। কিন্তু এখন মৌচাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় আর সেভাবে লাভ হচ্ছে না।

■ দুর্গাপুর শিল্পনগরীর অন্যতম স্থপতি প্রয়াত সাংসদ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে শতাধিক বাইকের র‍্যালি বেরোয় ভিড়িঙ্গি আনন্দ শিশু-উদ্যান থেকে। সিটি সেন্টার-সহ এলাকা পরিক্রমা করে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত-নেপাল সীমান্তে লুকিয়ে হাই সিকিউরিটি জোনের ভিডিও রেকর্ডিং করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক চিনা অনুপ্রবেশকারী। নাম লিউ কুনজিং। উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচ জেলায় রূপাইদিহা চেকপোস্টে তাকে আটক করেন এসএসবি'র জওয়ানরা

দিল্লি দরবার

এসআইআর ও বাংলার প্রতি বঞ্চনা

মোদি সরকারকে সংসদে তুলোধোনা করবে তৃণমূল

নয়াদিল্লি: এসআইআর নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ঝড় তুলবে তৃণমূল। কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তুলোধোনা করবে বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদেও।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। বিধানসভা ভোটের আগে সংসদের এই অধিবেশনে বাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো মোদি সরকারকে কোণঠাসা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল।

এসআইআরের নামে বিজেপি-নির্বাচন কমিশনের কারচুপি এবং ভোটচুরির চক্রান্তের ভয়াবহতা প্রথম থেকেই দেশবাসীর সামনেই তুলে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিয়েছে সতর্কবার্তা। সংসদের গত অধিবেশনের সময় এই ভোটচুরির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ জানিয়েছে ভেতরে-বাইরে। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিবিড় সংশোধনের আড়ালে মানুষের ন্যায্য ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলবে না।

সংসদের অধিবেশনে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করবে, তার দিশা ইতিমধ্যেই স্থির করে দিয়েছেন লোকসভার দলনেতা তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী সংসদে বিজেপির প্রতি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবে তৃণমূল।

মনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দ বকেয়া, জলজীবন মিশন প্রকল্পে কোটি কোটি বরাদ্দ টাকা নিয়ে সংসদের ভিতরে বাইরে সোচ্চার হবে তৃণমূল।

গত বাদল অধিবেশনের মতো সোমবার থেকে শুরু হওয়া শীতকালীন অধিবেশনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অবস্থান কোনওভাবেই বদল হবে না। বরং ঝাঁজ আরও বাড়ানো হবে আক্রমণের। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা ও রাজ্যসভার নেতারা এসআইআরে নিয়ে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হবেন। কীভাবে বাংলায় এসআইআর আতঙ্কে নিরীহ মানুষেরা প্রাণ হারাচ্ছেন, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তৃণমূল সাংসদরা। বিজেপি সরকারের এই নোংরা ষড়যন্ত্রের উপরে চাপ তৈরি করতে সংসদের ভিতরে আলোচনার দাবি জানিয়ে নোটিশ দেবেন। অন্যথায় ধরনা প্রদর্শনের রাস্তায় হাঁটবে তৃণমূল। গত অধিবেশনে এসআইআর বিরোধিতায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল সহ বাকি বিরোধীদের নোটিশ খারিজ করে দেওয়ায় গোটা সংসদ অধিবেশন বানচাল হয়ে গেছে। সংসদের ভিতরে বিজেপি সরকার বিরোধীদের দাবি খারিজ করায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে পথে নেমে কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে তৃণমূল সহ বাকি বিরোধী শিবির। এসআইআরের পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ ও জলজীবন মিশন নিয়ে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও সি আর পাটিল কাছে দাবি জানাবেন তৃণমূল সাংসদরা। দুটি পৃথক প্রতিনিধি দল যাবে দুই মন্ত্রকে। লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশমতো দিল্লির রাজপথেও তৃণমূল কংগ্রেস গড়ে তুলবে আন্দোলন।

বিজেপির ওড়িশায় সর্বনাশা জঙ্গলরাজ

কলেজছাত্রীকে অপহরণ করে সরকারি হাসপাতালে গণধর্ষণ

ভুবনেশ্বর: বিজেপি শাসিত ওড়িশায় তলানিতে ঠেকেছে মহিলাদের নিরাপত্তা। ফের গণধর্ষণ কলেজছাত্রীকে। কলেজে যাওয়ার পথে অপহরণ করে খুরদায় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় ওই দলিত ছাত্রীকে। অপহরণের ঘটনাটি ঘটে খুরদা নিউ বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। নেপথ্যে নির্যাতিতারই এক বন্ধুর হাত আছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দার ঝড় উঠেছে ওড়িশায়। সরব বিরোধীরা। রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। সমালোচনায় মুখর কংগ্রেসও। মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার

ছবি তুলে ধরে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। মুখে মুখে ঘুরছে একটাই কথা, প্রশাসনের অপদার্থতা কোন পর্যায়ে নামলে কলেজছাত্রীকে এভাবে অপহরণ করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তাই বা কোথায়? গত ১৮ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটলেও প্রকাশ্যে এসেছে সোমবার। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি এখনও।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কলেজ যাওয়ার সময় ছাত্রীটির পথ আটকায় কয়েকজন। তার এক বন্ধু এবং চার শাগরেদ জোর করে টেনে গাড়িতে তোলে তাঁকে। রুমালে কিছু মিশিয়ে চেপে ধরা হয় ছাত্রীর নাক-মুখ। অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। তারপর খুরদা জেলা হাসপাতালের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় তাঁকে। দু'দিন পরে হাসপাতালের বাইরেই তাঁকে ফেলে রেখে যায় ধর্ষকরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে ভুবনেশ্বরের একটি হাসপাতালে।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন প্রধান শিক্ষকের

স্কুল ক্যাম্পাসেই আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণির পড়ুয়া

রায়পুর: শুধুমাত্র একটা প্রশ্নই উসকে দেয় এই ঘটনা—এ লজ্জা রাখব কোথায়? আবারও এক ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনে নিজেকে শেষ করে দিল ১৫ বছর বয়সের এক ছাত্রী। স্কুলের স্টাডিরুম থেকে উদ্ধার করা হল নাবালিকা ওই পড়ুয়ার দেহ। নিজের শাড়ি গলায় জড়িয়ে ঝুলতে দেখা যায় নবম শ্রেণির পড়ুয়াকে, রবিবার রাতে। সুইসাইড নোটে সে সরাসরি শ্লীলতাহানি এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। জানিয়েছে, প্রায়ই প্রধান শিক্ষক যৌন নির্যাতন চালাত তার উপরে। বাগিচা থানা এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুলে এই লজ্জাজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। আঙুল উঠেছে রাজ্যে বিজেপি প্রশাসনের অপদার্থতার দিকে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে। উত্তেজিত জনতা প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্কুলের সামনে। বিক্ষোভ হয় পুলিশের বিরুদ্ধেও। প্রথমদিকে টালবাহানা করলেও ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ এবং জনরোষের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক কুলদীপন টোপনোকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের অফিসাররা তো অবাক। দেখা গেল, ওই স্কুলের ক্যাম্পাসে হস্টেলের

কোনও অনুমতিই ছিল না। অথচ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মোট ১২৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ২২ জন ছাত্র এবং ১১ জন ছাত্রী থাকত ওই বেআইনি হস্টেলেই। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, গেরুয়া সরকারের শিক্ষা দফতর কি কিছুই জানত না? নাকি সব জেনেবুঝেও চুপ করেছিল শাসক বিজেপির চাপে? লক্ষণীয়, নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়ি পাশের জেলা সুরগুজায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার থাকার ব্যবস্থা করেছিল ওই হস্টেলেই।

অমানবিক অ্যাম্বুল্যান্স চালক

মুম্বই: চূড়ান্ত অমানবিকতা বিজেপির মহারাষ্ট্রে। সদ্যোজাত সন্তান-সহ প্রসূতিকে মাঝপথেই নামিয়ে দিয়ে চম্পট দিল অ্যাম্বুল্যান্স চালক। অথচ পুরো টাকা দিয়েই অ্যাম্বুল্যান্সটি ভাড়া করেছিলেন শিশুটির মা এবং তাঁর শাশুড়ি। সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে অগ্যতা দুই কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হল ওই দুই মহিলাকে। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘরে। ১৯ নভেম্বর প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে সবিতা বরাট ভর্তি হয়েছিলেন জেলা হাসপাতালে। সেখানেই জন্ম দেন পুত্রসন্তানের। ২৪ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্সটি। মাঝপথে আচমকাই গন্ডগোল পাকায় চালক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। তড়িঘড়ি করে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন।

মোদিরাজ্যে আবার অকালমৃত্যু বিএলওর

আমেদাবাদ: মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে আবার বিএলওর অকালমৃত্যু মোদিরাজ্যে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে মৃত্যু হল ডিঙ্কল শিংগোদাওয়ালা নামে ওই তরুণীর। পরিবারের অভিযোগ, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর উপরে আরও কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিল কমিশন। প্রশাসনও স্বীকার করেছে, অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করছিলেন ডিঙ্কল। সুরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন ওই তরুণী। সামলাচ্ছিলেন বিএলওর দায়িত্ব। আচমকাই বাথরুমের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

হোমটাস্ক হয়নি, গাছে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হল খুদে পড়ুয়াকে

এতটা নির্মম, নিষ্ঠুর হতে পারেন শিক্ষিকারা!

রায়পুর: একরত্তি ছাত্রের বিরুদ্ধে এতটা নির্মম, নিষ্ঠুর হতে পারেন শিক্ষিকারা? সত্যিই কল্পনাও করা যায় না। স্কুলে হোমওয়ার্ক করে নিয়ে যায়নি বলে গাছে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রকে। অভিযুক্ত ২ শিক্ষিকা। তার আগে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয় শিশুপড়ুয়াকে। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের সুরজপুরে। ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় মানুষ। সোমবার এই নিষ্ঠুর ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। স্কুলের কাছেই একটি বাড়ির ছাদ থেকে পুরো ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দি করেন স্থানীয় এক যুবক। দেখা যাচ্ছে, নাসারির ওই ছোট্ট পড়ুয়ার জামায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গাছে। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন অভিযুক্ত ২ শিক্ষিকা কাজল সাহু এবং অনুরাধা দেবাঙ্গন।

এই চরম অমানবিক শাস্তি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলকার মানুষ। ২ শিক্ষিকাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় বিক্ষোভ।

অরুণাচলের মহিলাকে ১৮ ঘণ্টা আটক রাখা হয়েছিল সাংহাই বিমানবন্দরে। চিনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ভারত। অভিযোগ, ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলার পাসপোর্টে জন্মস্থান হিসেবে অরুণাচল প্রদেশের নাম উল্লেখ থাকায় চিনা কর্তৃপক্ষ সেটিকে 'অবৈধ' আখ্যা দেয়

দীর্ঘ ১০ হাজার বছর পর ইথিওপিয়ায় অগ্ন্যুৎপাত

হাইলি গুব্বির ছাইয়ের মেঘে ভারত জুড়ে বিমান চলাচলে সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি : ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে ১০ হাজার বছরের ঘুম ভেঙে। তাতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত ছাইয়ের মেঘ কয়েক হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে হাওয়ায় ভেসে দিল্লিতে প্রবেশ করেছিল সোমবার রাতে। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই ছাইয়ের মেঘ মঙ্গলবার ভারতীয় আকাশসীমা ছেড়ে চলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ছাইয়ের মেঘ ক্রমশ চিনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং রাতের দিকে উত্তর ভারত থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে সুপ্ত থাকা হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরি রবিবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। এরপর এর ছাই ও সালফার ডাই অক্সাইডের পুরু স্তর বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরে উঠে যায়। আবহাওয়া ট্র্যাকাররা প্রায় একদিন ধরে এটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। দেখা যায়, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ সেই ছাইয়ের মেঘ ঢুকে পড়েছে রাজধানী দিল্লিতে। মেঘটি লোহিত সাগর অতিক্রম করে প্রায় ১৩০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে উত্তর-পশ্চিম

ভারতের দিকে ধেয়ে আসে এবং প্রথমে পশ্চিম রাজস্থানের যোধপুর-জয়সলমীর অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

আবহাওয়া সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে যে ছাই ২৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০ ফুট উচ্চতায় রয়েছে, তাই ভূমিতে স্বাস্থ্যঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। যদিও মঙ্গলবার সকালে সূর্যোদয়ের সময় আকাশে অস্বাভাবিক রং দেখা যায়। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন, এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং মাস্কাট ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিওনের সতর্কতার ভিত্তিতে সমস্ত ভারতীয় বিমান সংস্থাকে জরুরি পরামর্শ দিয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিমান সংস্থাগুলিকে রুট এবং জ্বালানি পরিকল্পনা সংশোধন করতে বলেছে এবং ছাই প্রভাবিত আকাশসীমা কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। এই ছাইয়ের কারণে সোমবার থেকেই মধ্যপ্রাচ্যগামী বিমান চলাচলে বিঘ্ন শুরু হয়। সতর্কতা হিসেবে কোচি থেকে দুবাইগামী ইন্ডিগো এবং জেড্ডাগামী আকাশা এয়ারের আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করা হয়। এছাড়া কেএলএম রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্সও আমস্টারডাম-দিল্লি এবং তার ফিরতি পরিষেবা বাতিল করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট এবং আকাশা এয়ার-সহ অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলি পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং যাত্রীদের ফ্লাইট স্ট্যাটাস পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে।

আঘাত এলে নাড়িয়ে দেব গোটা ভারত

(প্রথম পাতার পর)

তোমাদের ভাল করে চেনে। এসআইআরের নামে এনআরসি করার চক্রান্ত মানছি না, মানব না। ২০২৯ বড়ই ভয়ঙ্কর। ক্ষমতা হারাবে বিজেপি।

প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ : এদিন সভার প্রথম থেকেই চড়া সুরে বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন এলেই রাজ্যের তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেফতার শুরু করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। নেত্রীর কথায়, যদি অনুপ্রবেশের জন্যেই এসআইআর হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন! রাজস্থানে নাটক করছেন কেন! তিনি জানান, বাংলা-সহ চার রাজ্যে নির্বাচন একই সঙ্গে। কিন্তু বাংলা বাদে আর কোথাও এসআইআর হচ্ছে না, কেন? বাংলাকে পছন্দ না! বাংলাকে জব্দ করতে চাইছ, বাঙালিকে, বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করতে চাইছ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, বিজেপির কথায় চলছে নির্বাচন কমিশন। ব্যাখ্যা করে মমতা বলেন, এসআইআর করতে হবে না আমরা বলিনি। আমরা বলেছি কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। এসআইআর করতে ৩ বছর সময় লাগে। আপনারা ২ মাসে করতে চাইছেন। ভোটের আগে গায়ের জোর দেখিয়ে এসআইআর! আমাকেও সময় দিয়ে আধার কার্ড করতে হয়েছে। এখন বলছে লাগবে না। ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নো আধার। আর এসআইআর হলে ইয়েস আধার। এর পরেই বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে মমতার হুঁশিয়ারি, জানেন তো, জীবিত বাঘের চেয়ে আহত বাঘ বেশি ভয়ঙ্কর। তাই আঘাত করবেন না। আঘাত করলে প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি থাকুন।

আমার সঙ্গে খেলতে এসো না

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপিকে বলি আমার সঙ্গে খেলতে যেও না। আমি যে খেলাটা খেলব তোমরা ধরতেও পারবে না। গোটা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে বসে থাকো। আপনারা আমার হেলিকপ্টার বাতিল করুন, রুট বন্ধ করুন, আমার কিছু যায় আসে না। রাস্তাই আমাকে রাস্তা দেখায়! এদিকে, হেলিকপ্টার গাফিলতিতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কপ্টারের বিমার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা উড়ানের উপযোগী হিসেবে প্রস্তুত না রাখায় দায়ী বেসরকারি সংস্থাকে শোকজ করেছে রাজ্য। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বনগাঁয় পৌঁছতে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার ব্যবহারের কথা থাকলেও বিমা-জনিত গাফিলতিতে তা সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে শেষপর্যন্ত সড়কপথে যাত্রা করতে হয়েছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিকল্প কপ্টার সরবরাহের কথা চুক্তিতে স্পষ্ট থাকলেও সংস্থাটি তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার এই অবহেলা অগ্রহণযোগ্য। দ্রুত তাঁদের থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

কেন এতদূরের মেঘে ভেসে এল আগ্নেয়গিরির ছাই?

নয়াদিল্লি : ১০ হাজার বছর পর আবার জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি। সেই অভূতপূর্ব ঘটনার অভিঘাতে মেঘাচ্ছন্ন ভারতের জাতীয় রাজধানীর আকাশ। পূর্ব আফ্রিকার এক দেশে অগ্ন্যুৎপাতের ছাই এসে পৌঁছেছে দিল্লিতে। তার জেরে মঙ্গলবার ব্যাহত বিমান চলাচল। অথচ দুই জায়গার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারহাজার কিলোমিটার। তাহলে কীভাবে এতদূর থেকে এল অগ্ন্যুৎপাতের ছাই? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরির ছাই এতদূর পৌঁছে যাওয়ার নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, অগ্ন্যুৎপাতের বিস্ফোরণের প্রবল ধাক্কায় ছাই উঠে যায় ১৫ হাজার ফুট থেকে ৪৫ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায়। তীব্র উচ্চস্তরের বাতাস ছাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় লোহিত সাগরের উপর দিয়ে ইয়েমেন ও ওমানের দিকে। বাতাসের ধাক্কায় তা পরে অভিমুখ বদল করে ভাসতে থাকে আরব সাগরের উপরে। ছাইটি পূর্বদিকে এগনোর আগে গুজরাত, রাজস্থানের মতো পশ্চিমাঞ্চল হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ঢোকে। শীতে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বায়ুপ্রবাহকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাই ছাইয়ের অভিমুখ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই ইথিওপিয়ার ছাইয়ে জেরবার দিল্লি-এনসিআর অঞ্চল। এর পরবর্তী গন্তব্য চিন।

ঘৃণাভাষণের সব ঘটনার নজরদারি সম্ভব নয়

জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : দেশের সর্বত্র ঘৃণামূলক বক্তব্যের ঘটনার ওপর নজরদারি করা বা এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের আগ্রহ নেই বলে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। বেঞ্চ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা, পুলিশ স্টেশন এবং হাইকোর্টগুলি সক্রিয় রয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের কথিত আহ্বানের বিষয়ে দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালত এই মন্তব্য করে। বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানায়, এই আবেদনের আড়ালে আমরা কোনও আইন তৈরি করছি না। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, দেশের এক্স, ওয়াই, জেড পকেটে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ছোটখাটো ঘটনার ওপর নজরদারি করা বা আইন প্রণয়ন করার ইচ্ছা আমাদের নেই। হাইকোর্ট আছে, পুলিশ স্টেশন আছে, আইনি ব্যবস্থা আছে। সেগুলি ইতিমধ্যেই চালু আছে। শীর্ষ আদালত প্রথমে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে নিজেদের অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দিয়েছিল। বেঞ্চ আবেদনকারীর আইনজীবীকে প্রশ্ন করে, সারা দেশে এই ধরনের সমস্ত ঘটনার উপর এই আদালত কীভাবে নজরদারি চালিয়ে যেতে পারে? আপনারা কর্তৃপক্ষের কাছে যান। তাদের ব্যবস্থা নিতে দিন। অন্যথায়, হাইকোর্টে যান।

নেতৃত্বের অভাব, চাপে আত্মসমর্পণের মাওবার্তা

নয়াদিল্লি : পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মাওবাদী নেতা হিডমার মৃত্যুর পরই কৌশল বদল মাওবাদীদের। প্রবল শক্তিক্ষয় ও সাংগঠনিক দুর্বলতার মুখে এখন অস্ত্র ছাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন মাওবাদীরা। অন্যতম শীর্ষনেতা হিডমার মৃত্যুর পর সম্প্রতি তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অস্ত্র ছাড়ার বার্তা দিয়েছে মাওবাদীদের সংগঠন। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ–এই তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে মাওবাদী সংগঠনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগামী তিনমাসের মধ্যে তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন। সেই সুযোগ দিতে আপাতত মাও-অধ্যুষিত জঙ্গলে যেন যৌথবাহিনীর অভিযান বন্ধ রাখা হয়। চিঠিতে স্বাক্ষর রয়েছে অনন্ত নামে সিপিআই (মাওবাদী)-এর স্পেশাল জোনাল কমিটির মুখপাত্রের। তাতে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাওবাদী দমনে সরকারি অভিযান স্থগিত রাখা হোক। ওই সময়ের মধ্যে তাঁরা অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করতে চান। মনে করা হচ্ছে, নেতৃত্বের অভাবেই হয়তো আন্দোলনে ইতি টেনে আত্মসমর্পণের পথে হাঁটতে চাইছে মাওবাদীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের সবজির মধ্যে অন্যতম হল ব্রকোলি। ব্রকোলির ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও সেলিনিয়াম যৌগ প্রোস্টেট, কোলন, ফুসফুস, যকৃৎ, স্তন ও প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে

স্টেথোস্কোপ

26 November, 2025 • Wednesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৬ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

শীত-সবজির স্বাদে ও স্বাস্থ্যে

শীতকাল তার আনন্দ এবং আরামের সঙ্গে নিয়ে আসে অনেক অসুখবিসুখও। তাই এখন থেকেই রোজকার খাবারে রাখুন এমন কিছু শীত-সবজি যা স্বাদে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা— দুটোতেই একনম্বর। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

মেথি শাক

শীতকালে অপরিহার্য মেথি শাক। মেথির পরোটা আর মেথি-আলুর দম যেন শীতের সিগনেচার। মেথি শাকে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস, আমাইনো অ্যাসিড-সহ আরও অনেক উপাদান। মেথি শাক রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করে। শীতকালে শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। মেথি পাতায় রয়েছে অ্যামাইনো অ্যাসিড। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। শীতে হজমশক্তি বাড়ায়। কম ক্যালরিযুক্ত মেথি শাক খেলে খিদে কম পায়। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। মেথি শাক খারাপ কোলেস্টেরল সরিয়ে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। রক্তে লিপিডের মাত্রা কমায়। এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান শীতে বাতজনিত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

গাজর

শীত-সবজি মধ্যে অন্যতম গাজর। গাজরে রয়েছে প্রচুর ডায়াটরি ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, বি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এছাড়া গাজর বিটা ক্যারোটিন, আলফা ক্যারোটিন, লুটেন, লাইকোপিনের দারুণ উৎস। রয়েছে জলীয় অংশ, কার্বোহাইড্রেট এবং অল্প ক্যালরি। গাজর লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-যুক্ত খাবার, তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন নিশ্চিন্তে। শরীরের যাবতীয় শক্তির উৎস গাজর। গাজর খেতে মিষ্টি হলেও এতে শুগারের মাত্রা খুবই কম থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। গাজরের ভিটামিন সি এবং লাইকোপিন রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। চট করে ঠান্ডা লাগে না। গাজর ওজন কমায়। ফলে গাজর নিয়মিত খেলে তৃপ্তি আসে এবং ওজন কমে। এছাড়া ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ এই সবজি ক্যানসারের যম। তাই শীতের পাতে গাজরের সালাড, ওটস, গাজরের চিলা, গাজরের পরোটা, হালকা মিষ্টির গাজরের হালুয়া রাখা যেতেই পারে।

পালংশাক

শীতকাল মানেই পালংশাকের ঘণ্ট, পালং চিকেন, পালং পরোটা, পালং পনির— আরও কত কী। এমন স্বাদের পালংশাক আবার শীত অসুখের দাওয়াইও। পালং শাকে রয়েছে ভিটামিন এ, কে এবং বি যেমন ফোলেট। এ ছাড়া রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, লুটেন, জিয়াসানথিন, ফসফরাস, ক্লোরিন, খনিজ লবণ। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইটোকেমিক্যালস এবং ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। পালং শাকে সোডিয়াম, পটাশিয়াম কম থাকে যা উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। শীতে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন যাঁরা তাদের জন্য খুব উপযোগী। কম ক্যালরি-যুক্ত ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। পালং শাকের ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। শরীরে জলের জোগান ঠিক রাখতে সাহায্য করে পালং শাক।

বিট

শীতকালে ভাত-পাতে বিট, গাজরের সালাডের যুগলবন্দি মানেই স্বাস্থ্যের আশ্বাস। বিটবাটা, বিটের পরোটা, শীতকালীন বিটের তরকারি, বিটের চিলা, বিটের রস— যা খাবেন তাতেই উপকার। বিটে রয়েছে ফোলেট, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন সি, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, বেটালাইন নামক এক শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ডায়েটরি নাইট্রেট, ফাইবার, প্রোটিন জল, কার্বোহাইড্রেট-সহ আরও অনেক পুষ্টি-উপাদান। শীতকালে রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতে বিট দারুণ কার্যকরী। এর মধ্যে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শীতে শরীরের যে কোনও ব্যথা কমায়। সর্দিকাশি প্রতিরোধ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। শীতকালে আমরা নানা ধরনের খাবার খাই। সেইসব খাবার হজমে সহায়ক হয়। শীতকালে বিট ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। কারণ এতে ক্যালরি নেই বললেই চলে।

কড়াইশুঁটি

শীতকাল মানেই সব রান্নায় একমুঠো কড়াইশুঁটি। কড়াইশুঁটির কচুরি, কড়াইশুঁটির পনির, কড়াইশুঁটির পরোটা, কড়াইশুঁটির চপ— আরও কত কী! কড়াইশুঁটির খাদ্যগুণ অপরিসীম। এতে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি২ বা রাইবোফ্লোবিন, ভিটামিন বি৬, নিয়াসিন, থায়ামিন, ফোলেট ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ফসফরাস, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, কার্বোহাইড্রেট,

ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ও আরও অনেক উপাদান। ঠান্ডা আবহাওয়ায় এটি নিয়মিত খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্য বজায় থাকে। কড়াইশুঁটি ওজন নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি করে। ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়াতে দেয় না।

শীতকালীন বাতজনিত ব্যথা বা অস্থিসন্ধির ব্যথা উপশমে অনবদ্য কড়াইশুঁটি, কারণ, এতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান। গ্যাস, বদহজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে খুব কার্যকরী। ডায়াবেটিস রোগীরা নিশ্চিন্তে খান কারণ এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ফাইবার শরীরে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। মটরশুঁটিতে থাকা ভিটামিন সি চুল পড়া রোধ করে এবং শীতে শুষ্ক চুলের সমস্যা দূর করে।

মূলো

শীতকালে মুলো খেলে অনেকে মনে করেন গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। মুলো বদহজম তো করায় না বরং এতে ফাইবার আর জলীয় অংশ বেশি বলে দ্রুত হজমে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যে খুব সহায়ক। শীতে পেটফাঁপা কমায়। মুলোয় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ফোলেট, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি। মুলোয় রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ঠান্ডা লাগা এবং ফ্লু-এর মতো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শরীরকে ফ্রি রাডিক্যালস থেকে সুরক্ষিত রাখে। মুলো খেলে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ শক্তি। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে মুলো। এই সবজি ডিটক্সিফায়ার হিসেবে কাজ করে। লিভার এবং কিডনি পরিষ্কার রাখে। শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। তাই মুলোর পরোটা, মুলোর চিলা, মুলোর ভর্তা, মুলো দিয়ে ডাল, মুলো ছেঁচকি যা খুশি খান নিশ্চিন্তে।

মাঠে ময়দানে
26 November, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হলেন রোহিত শর্মা

সিএবি-কে জমি

প্রতিবেদন : হাওড়ার ডুমুরজলায় খেল নগরীতে অত্যাধুনিক ক্রিকেট উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার জন্য সিএবি-কে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করল হিডকো। ৮.৯৩ একর জমিতে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই পরিকাঠামো তৈরি করবে সিএবি। থাকবে ক্রীড়া বিজ্ঞান কেন্দ্র, ইন্ডোর ও আউটডোর নেট প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা, জিম, ক্রিকেটারদের থাকার জায়গা-সহ নানা ব্যবস্থাপনা। মঙ্গলবার জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরুর সময় সিএবি কর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হিডকোর এস্টেট ম্যানেজার ইন-চার্জ অমিতাভ ভট্টাচার্য।

ইনিংসে জয়

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে অপ্রতিরোধ্য বাংলা। অসমের পর এবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধেও ইনিংস জয় পেল সৌরাশিস লাহিড়ীর প্রশিক্ষণাধীন দল। জয়ের ব্যবধান ইনিংস ও ২০৪ রানের। মঙ্গলবার ৬১.২ ওভারে ৩০২ রানে শেষ হয় চণ্ডীগড়ের দ্বিতীয় ইনিংস। অগস্ত্য শুক্লা ৬৪ রান দিয়ে চার উইকেট নেন। রোহিত ৮৩ রানের বিনিময়ে পান চার উইকেট।

হকিতে হার

ইপো : আজলান শাহ হকিতে দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত। মঙ্গলবার বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ২-৩ গোলে হেরে গেলেন ভারতীয়রা। ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। গোলদাতা রোমান ডুভেকেট। তবে ৩৩ মিনিটে ১-১ করে দিয়েছিলেন অভিষেক। ৪৫ মিনিটে ফের নিকোলাস ডি'কারপেলের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে ৩-১ করেন ডুভেকেট। ৫৭ মিনিটে শিলানন্দ লাকড়া ২-৩ করলেও হার এড়াতে পারেনি ভারত।

এগোলেন নাগাল

চেংডু : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফে এগোলেন সুমিত নাগাল। মঙ্গলবার প্লে-অফের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। ভারতীয় টেনিস তারকা এদিন কোর্টে নেমেছিলেন চিনের মিং হুই ঝাংয়ের বিরুদ্ধে। প্রথম সেট খুইয়েও, শেষ পর্যন্ত ২-৬, ৬-০, ৬-২ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেন নাগাল। সেমিফাইনালে নাগালের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক চিনা খেলোয়াড় বু ইউন চাওকেতে।

গ্রুপ লিগে ভারতের ম্যাচ পেল না ইডেন

টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি ঘোষিত

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল আইসিসি। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মাটিতে আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ হবে বিশ্বকাপ। প্রত্যাশিতভাবেই এক গ্রুপে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। 'এ' গ্রুপের বাকি দল আমেরিকা, নামিবিয়া এবং নেদারল্যান্ডস।

এবারের বিশ্বকাপ সূচিতে বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল ও সুপার এইট পর্বের একটি ম্যাচ ছাড়াও গ্রুপ পর্বের পাঁচটি ম্যাচ পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। কিন্তু এই তালিকায় ভারতের কোনও ম্যাচ নেই। সেমিফাইনালও পেয়েছে শর্তসাপেক্ষে। পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মধ্যে কোনও একটি দল শেষ চারে উঠলে ইডেনের বদলে সেমিফাইনাল হবে কলম্বোয়। ৫ মার্চ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে। ভারত শেষ চারে উঠলে ওখানেই খেলবে।

গ্রুপ পর্বের যে পাঁচটি ম্যাচ ইডেনে হবে, সেগুলি হল—৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ, ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বনাম ইতালি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বনাম ইতালি এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি। ১ মার্চ হবে সুপার এইটের ম্যাচ। ৪ মার্চ সেমিফাইনাল। ৮ মার্চ ফাইনাল হবে আমেদাবাদে। তবে পাকিস্তান উঠলে ফাইনাল সরে যাবে কলম্বোয়।

বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে রোহিত, সূর্য, হরমনপ্রীত ও আইসিসি কর্তারা

৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আমেরিকার মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ১২ ফেব্রুয়ারি সূর্যদের দ্বিতীয় ম্যাচ দিল্লিতে। প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ভারত। গ্রুপ বি-তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড ও ওমান (২০)। সি গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল এবং যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে উঠে আসা ইতালি। গ্রুপ ডি-তে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কানাডা।

সূর্যর হাতে কাপ দেখতে চান রোহিত

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : মঙ্গলবার মুম্বইয়ে আইসিসির টি-২০ বিশ্বকাপ সূচি ঘোষণার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গতবারের কাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বর্তমান টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং সদ্য মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। আর এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রোহিত বলেন, আমি চাই ভারত ফাইনাল খেলুক। প্রতিপক্ষ হিসাবে নির্দিষ্ট কোনও দলের নাম করতে চাই না। যে কোনও দলের সঙ্গে ফাইনাল হতে পারে। প্রতিপক্ষ নিয়ে না ভেবে আমি চাই ভারত ফাইনাল খেলুক এবং কাপ জিতুক। রোহিতের সুরে সুর মিলিয়েছেন তাঁর পাশে বসা হরমনপ্রীতও। তিনি বলেন, আমি চাইব, সূর্যরা যেন একটা চাপমুক্ত ফাইনাল খেলার সুযোগ পায়।

অনুষ্ঠানে রোহিত ও হরমন। মঙ্গলবার।

এদিকে, সূর্য আবার ফাইনালের প্রতিপক্ষ হিসাবে অস্ট্রেলিয়াকে চাইছেন। তিনি বলেন, আমি অবশ্য বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে চাই। আর ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসাবে আমার পছন্দ অস্ট্রেলিয়া। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে আয়োজিত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতকে। সূর্য এবার টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বদলা নিতে চান।

এদিকে, রোহিত এবার নতুন ভূমিকায়। বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়েছেন তিনি। রোহিত বলেন, এটা বিরাট বড় সম্মান। আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আইসিসিকে ধন্যবাদ। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর আমরা সবাই হতাশ হয়েছিলাম। সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০২৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ জয় আমার কাছে স্পেশাল।

১০ জনের এভার্টনের কাছে হার ম্যান ইউর

সতীর্থ কিনকে মেরে লাল কার্ড গুয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ নভেম্বর : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১২ বছর পর জয়ের স্বাদ পেল এভার্টন। তাও আবার ৮০ মিনিটেরও বেশি ১০ জনে খেলে! অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ০-১ গোলে হেরে চাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ম্যাচ শুরুই হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। ১৩ মিনিটেই সতীর্থ মাইকেল কিনকে চড় মেরে লাল কার্ড দেখেন এভার্টনের ইদ্রিসা গুয়ে! নিজেদের বক্সে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে সতীর্থ কিনকে ব্যাকপাস করেছিলেন গুয়ে। সেই বল পেয়ে যান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। কিন্তু ম্যান ইউ অধিনায়কের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর পরেই কিনের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন গুয়ে। মাথা গরম করে চড়ও মেরে বসেন সতীর্থকে।

রেফারি টনি হ্যারিংটন সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড দেখান গুয়েকে। কার্ড দেখার পরেও কিনের দিকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছিলেন গুয়ে। কোনওরকমে তাঁকে সামলান এভার্টনের গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড এবং বাকিরা। ম্যাচের বিরতিতে অবশ্য কিন এবং গোটা দলের কাছে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন গুয়ে।

শুরুতেই ১০ জনে হওয়ার পড়ার পরেও হাল ছাড়েনি এভার্টন। ২৯ মিনিটে কিয়েরনান ডিউসবেরি হলের গোলে এগিয়েও যায় তারা। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল শোধ করতে পারেনি ম্যান ইউ। হারের ফলে ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে রুবেন আমোরিমের দল লিগের দশম স্থানে নেমে গিয়েছে।

উত্তেজিত গুয়েকে সামলাচ্ছেন পিকফোর্ড।

শামি বনাম হার্দিক, আজ পরীক্ষা বাংলার

সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০

প্রতিবেদন : একজন গত এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দল নির্বাচনের আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে তাঁর ম্যাচ ফিটনেস দেখে নিতে চাইছেন জাতীয় নির্বাচকরা।

অন্যজন মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে ভারতীয় দলে ব্রাত্য। রঞ্জি ট্রফিতে নিয়মিত উইকেট পেলেও টেস্ট ও ওয়ান ডে দলে উপেক্ষিত। প্রথমজন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। দ্বিতীয়জন হলেন ভারতীয় স্পিডস্টার মহম্মদ শামি। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে পরস্পরের মুখোমুখি শামি ও হার্দিক। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লড়াইটা অবশ্য বাংলার শামির জন্য অনেক কঠিন। হায়দরাবাদে উপ্পল স্টেডিয়ামে বুধবার 'সি' গ্রুপের ম্যাচে হার্দিকের বরোদা এবং শামির বাংলা পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। ম্যাচ শুরু বিকেল সাড়ে ৪টেয়। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ তিন বা চার নম্বরে ব্যাট করবেন। ওপেন করবেন অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল। মিডল ও লোয়ার অর্ডারে মারকুটে ব্যাটার ও অলরাউন্ডার খেলাতে চাইছে বঙ্গ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। এদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২৩ টি-২০ ট্রফির এলিটে বাংলা ৯ উইকেটে হারিয়েছে গোয়াকে। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ১০০ রান তুলেছিল গোয়া। জবাবে ১০.২ ওভারে ১ উইকেটে রান তুলে দেয় বাংলা।

ডায়মন্ডে ধীরাজ

প্রতিবেদন : আই লিগের জন্য মোহনবাগান, এফসি গোয়া এবং যুব বিশ্বকাপে খেলা তরুণ ভারতীয় গোলকিপার ধীরাজ সিংকে সই করিয়ে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ডুরান্ড কাপের পরই ধীরাজের সঙ্গে কথা শুরু করে ডায়মন্ড হারবার। অবশেষে ২৫ বছরের ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করল ডুরান্ড রানার্সরা। এদিকে, মঙ্গলবার ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৮ এলিট লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল ডায়মন্ড হারবার।

হার ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপ থেকে শুরুতেই ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার গ্যাংটকে শেষ আটের লড়াইয়ে সার্ভিসেসের কাছে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হেরে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল। এদিকে, সুপার কাপ সেমিফাইনালের জন্য কলকাতায় জোর প্রস্তুতি চলছে অস্কার ব্রুজোঁর দলের। সাউল ক্রেসপো সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার পথে। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গেই গোয়া যাচ্ছেন স্প্যানিশ মিডিও। সেখানে শুক্রবার একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অস্কারের দল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে ডান কাঁধে চোট, ভারতীয় শিবিরের উদ্বেগ বাড়ালেন মহম্মদ সিরাজ

মাঠে ময়দানে

১৫
২৬ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

26 November, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

লজ্জার চুনকামের সামনে পন্থরা

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর : টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষ বেলায় ভারতীয় শিবিরে থরহরিকম্প পরিস্থিতি। বর্ষাপাড়ার বাইশ গজে দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ ইনিংসে ভারতের সামনে ৫৪৯ রানের এক বিশাল টার্গেট ছুঁড়ে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের পর গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে ঘরের মাঠে আরও একটা সিরিজে চুনকামের আতঙ্কে কাঁপছে টিম ইন্ডিয়া!

মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের স্কোর ২৭-২। ফিরে গিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং কেএল রাহুল। দায়িত্বজ্ঞানহীন শটে মার্কো জেনসেনের বলে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসেন যশস্বী। ভুল শট খেলে বোল্ড হলেন রাহুল। বুধবার টেস্টের শেষ দিন। উইকেটে বল ঘুরছে, ৫২২ রানে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ ও সিরিজ বাঁচানো কার্যত অসম্ভব ভারতের কাছে। টেস্ট ও ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে সিরিজ জিতে হান্সি ক্রোনিয়ের দলের কীর্তি ছুঁতে টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ৮ উইকেট।

দিনের শেষ বেলায় সাজঘরের একটি ছবি টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে। মাথায় হাত দিয়ে বসে গম্ভীর। ভারতীয় শিবিরের হাল এই ছবিতেই স্পষ্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া ম্যাচ ও সিরিজে ঋষভ পন্থদের হোয়াইটওয়াশ হওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। যে উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা অবলীলায় রান করে গেলেন, সেখানে ভারতীয়রা নাকানিচোবানি খাচ্ছেন! ভুলে ভরা ছবি ভারতীয় শিবিরে! শরীরী ভাষায় নেই আগ্রাসন। গোটা দিন নেতা পন্থকে দিশেহারা দেখিয়েছে।

চতুর্থ দিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাট করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭০ ওভারে উঠল ২২৬ রান। ওভার প্রতি তিন রান করে তুলল তারা। উইকেট থেকে টার্ন পেলেন রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবেরা। ৪ উইকেট একাই পেলেন জাদেজা। দিনের প্রথম সেশনে রায়ান রিকেলটন (৩৫), আইদেন মার্করামের (২৯) উইকেট নেন জাদেজা।

হার্মারের ঘূর্ণিতে ছিটকে গেল রাহুলের স্টাম্প। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে।

মার্করামকে যেভাবে বোকা বানিয়ে আউট করেন তিনি, ভারতীয় ব্যাটারদের উদ্বেগ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। জাড্ডুর ঘূর্ণি বুঝতেই পারেননি মার্করাম। পরে বাভুমাকে (৩) যে বলে আউট করেন ওয়াশিংটন সুন্দর, সেটা অতিরিক্ত টার্ন ও বাউন্সের জন্য। বল এতটাই ঘুরল যে, বাভুমার হাতে লেগে তা লেগ স্লিপে চলে যায়। টনি দে জর্জিকেও (৪৯) ফিরিয়ে দেন জাদেজা। চরিত্র বদলে যাওয়া পিচে সুইপ করতে গিয়ে ভুল করেন টনি।

ইনিংস ডিক্লেয়ার করতে দেরি করেন অধিনায়ক বাভুমা। লাঞ্চের পর আরও এক ঘণ্টা ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ, ট্রিস্টান স্টাবস শতরানের দোরগোড়ায় ছিলেন। স্টাবসকে সঙ্গ দেন উইয়ান মুল্ডার (৩৫)। স্টাবসকে (৯৪) শতরানের আগে থামিয়ে দেন জাদেজা। স্টাবস আউট হতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার রান তখন ৫ উইকেটে ২৬০। প্রথম ইনিংসে বাভুমাদের ২৮৮ রানের লিড থাকায় ভারতের সামনে টেস্ট জেতার জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৫৪৯ রানের। ক্রিকেট যতই মহান অনিশ্চয়তার খেলা হোক, ম্যাচ বাঁচানোর পরীক্ষায় এই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের উপর বাজি ধরার সাহস বোধহয় টিম ম্যানেজমেন্টও দেখাবে না!

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : ৪৮৯ রান। ভারত (প্রথম ইনিংস) : ২০১ রান

দক্ষিণ আফ্রিকা (দ্বিতীয় ইনিংস) : রিকেলটন ক সিরাজ বো জাদেজা ৩৫, মার্করাম বোল্ড জাদেজা ২৯, স্টাবস বোল্ড জাদেজা ৯৪, বাভুমা ক নীতীশ বো ওয়াশিংটন ৩, ডি'জর্জ এলবিডব্লু বো জাদেজা ৪৯, মুল্ডার নট আউট ৩৫। অতিরিক্ত : ১৫। মোট (৭৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার) : ২৬০ রান। বোলিং : বুমরা ৬-০-২২-০, সিরাজ ৫-১-১৯-০, জাদেজা ২৮.৩-৩-৬২-৪, কুলদীপ ১২-০-৪৮-০, ওয়াশিংটন ২২-২-৬৭-১, যশস্বী ১-০-৯-০, নীতীশ ৪-০-২৪-০।

ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস) : যশস্বী ক ভেরেইনি বো জেনসেন ১৩, রাহুল বোল্ড হার্মার ৬, সুদর্শন নট আউট ২, কুলদীপ নট আউট ৪। অতিরিক্ত : ২। মোট (১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে) : ২৭ রান। বোলিং : জেনসেন ৫-২-১৪-১, মুল্ডার ৪-১-৬-০, হার্মার ৩.৫-২-১-১, মহারাজ ৩-১-৫-০।

ড্র হবে জয়ের সমান : জাদেজা

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : বর্ষাপাড়ার বাইশ গজে বেসামাল ভারতীয় ব্যাটিং! শেষ দিনে জেতার জন্য চাই আরও ৫২২ রান। হাতে রয়েছে ৮ উইকেট। কোনও অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে, গৌতম গম্ভীরের জমানায় গত ১৩ মাসে দেশের মাঠে আরও একটা টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার লজ্জা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

জাদেজার ৪ উইকেট, অভিনন্দন পন্থের।

এই পরিস্থিতিতেও রবীন্দ্র জাদেজার মুখে ম্যাচ বাঁচানোর কথা! মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জাদেজা বলেন, আগামী কাল আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেকটা সেশন ধরে ধরে এগোতে হবে। যদি কাল শুরুটা ভাল হয় এবং প্রথম সেশনে কোনও উইকেট না পড়ে, তাহলে ওদের বোলাররাও চাপে পড়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য, কাল গোটা দিন ব্যাট করা। যদি এই টেস্ট ড্র করতে পারি, সেটা হবে আমাদের কাছে জয়ের সমান।

কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন। পিচে বল ঘুরতে শুরু করেছে। জাদেজা বলছেন, প্রথম দুটো দিন আমরা যখন বল করেছি, তখন পিচে একটা আঁচড় পর্যন্ত ছিল না। পুরোপুরি পাটা উইকেট। তৃতীয় দিন থেকে বল কিছুটা ঘুরতে শুরু করে। দুর্ভাগ্য যে, আমরা ওই সময় ব্যাটিং করেছি। আমরা টস যদি জিততাম, তাহলে অনেক ভাল জায়গায় থাকতাম। হয়তো টেস্টের ফলও উল্টো হত। অবিশ্বাস্যভাবে যদি ভারতীয় দল গুয়াহাটি টেস্ট ড্র করে, তবুও সিরিজ হার নিশ্চিত। জাদেজা বলছেন, আমরা যদি দেশের মাটিতে জিতি, তাহলে সবাই স্বাভাবিক ঘটনা বলেই চিহ্নিত করেন। কিন্তু যদি হেরে যাই, তাহলেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু সবাইকে এটাও বুঝতে হবে, আমাদের প্রতিপক্ষরাও কিন্তু যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই ভারত সফরে আসে। এই সিরিজের ব্যর্থতার প্রভাব পরের টেস্ট সিরিজগুলোতে পড়বে না বলেই বিশ্বাস জাদেজার। তিনি বলছেন, আমাদের পরের টেস্ট সিরিজ আট মাস পর। তাই কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে কেউই হারতে চায় না। তাই পরের সিরিজগুলোতে নিজেদের সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করব।

গম্ভীরের পাশে রায়না, তোপ দাগলেন শ্রীকান্ত

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা! গৌতম গম্ভীর জমানায় ঘরের মাঠে আরও একটা টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার মুখে টিম ইন্ডিয়া। প্রবল সমালোচনার মুখে ঋষভ পন্থদের কোচ।

এই পরিস্থিতিতে গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন সতীর্থ সুরেশ রায়না। তিনি বলছেন, কোচের কাজ হল পথ দেখানো। মাঠে গিয়ে তো ব্যাটারদেরই রান করতে হবে। গোতি ভাই সত্যিই দল নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করছে। এবার ক্রিকেটারদের পরিশ্রম করতে হবে। আমরা তো ওর কোচিংয়েই এই বছরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ জিতেছি।

যদিও গম্ভীরের কড়া সমালোচনা করেছেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত। তাঁর বক্তব্য, অক্ষর প্যাটেল কেন গুয়াহাটিতে খেলছে না? কেন ওকে বসিয়ে দেওয়া হল। প্রতি টেস্টেই নতুন মুখ! গম্ভীর যা খুশি বলতেই পারে, তাতে কিছুই এসে যায় না। আমি নির্বাচক কমিটির প্রধান ছিলাম। তাই কী বলছি, সেটা জানি। শ্রীকান্ত আরও বলেন, কুলদীপ বলল, গুয়াহাটির পিচ না কি রাস্তার মতো পাটা! তাহলে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের এই হাল কেন? নীতীশ রেড্ডিকে দেখে কেউ বলবে ও অলরাউন্ডার! মেলবোর্নে একটা সেঞ্চুরি করেছিল বলেই ওকে অলরাউন্ডারের তকমা দিতে হবে! না ঠিকঠাক ব্যাট করতে পারে, না বল। ও অলরাউন্ডার হলে আমি গ্রেট অলরাউন্ডার।

নতুন স্পনসর পেল বিসিসিআই

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : লক্ষ্মীলাভ বিসিসিআইয়ের। এবার অফিসিয়াল কালার পার্টনার হিসাবে বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল এশিয়ান পেইন্টস। চুক্তির মেয়াদ আপাতত তিন বছর। প্রতি বছর রং প্রস্তুতকারক সংস্থা বোর্ডকে দেবে ৪৫ কোটি টাকা করে। এই সময়কালে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট দল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে মোট ১১০টি ম্যাচের জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকবে তারা। প্রসঙ্গত, অনলাইন গেমিং সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ভাঙার পর, ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি স্পনসর এখন অ্যাপোলো টায়ার্স। এর জন্য বোর্ডকে ৫৭৯ কোটি টাকা দিচ্ছে অ্যাপোলো টায়ার্স। বোর্ডকে ম্যাচ পিছু ৪.৫ কোটি টাকা করে দেয় এই টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থা। এর বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে কো-স্পনসর হিসাবে চুক্তি রয়েছে বিসিসিআইয়ের।

রো-কো'র অভাব টের পাচ্ছেন কুম্বলে

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর : লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। দলের টপ ও মিডল অর্ডার ব্যাটিং দুর্যোগের কারণ! দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্টে হারের পর গুয়াহাটিতেও হেরে সিরিজ খোয়ানোর মুখে ভারত। কেন এই বিপর্যয়? ময়নাতদন্তে নেমে ভারতের প্রাক্তন তারকা স্পিনার মনে করছেন, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অবসর দলের ব্যাটিং লাইন-আপ এলোমেলো করে দিয়েছে। একইসঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা ও আজিঙ্ক রাহানের অনুপস্থিতিকেও দায়ী করছেন কুম্বলে।

৬১৯ টেস্ট উইকেটের মালিক জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে ভারতীয় দলের টপ অর্ডারে অনেকগুলি পরিবর্তন হয়েছে। সেটাই সমস্যার কারণ। কুম্বলের কথায়, গত ৩-৪ বছরে আমরা দেখেছি, প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মধ্যে চারজনই ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ছিল। এখন তাদের কেউ অবসর নিয়েছে, অথবা বাদ পড়েছে। দেখুন, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অবসর নিয়েছে। চেতেশ্বর পূজারাও সরে গিয়েছে। বলতে হবে অজিঙ্ক রাহানের কথাও। চারজনের সঙ্গে এই ব্যাটিং লাইন আপে যোগ করুন শুভমন গিলকে। ওকেও আমরা সিরিজে পেলাম না।

সামনে ওয়ান ডে, দেশে বিরাট।

কুম্বলে যোগ করেন, অল্প সময়ের মধ্যে বারবার টপ এবং মিডল অর্ডারে এত পরিবর্তন হলে তার প্রভাব পড়বেই। শেষ ১০-১২টি টেস্ট ম্যাচ দেখলে বোঝা যাবে, ভারতের টপ বা মিডল অর্ডারে পরিবর্তনগুলো হয়েছে। এতে খেলোয়াড়দের নিজেদের গুছিয়ে নিতে সমস্যা হয়। ছন্দে এবং পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মতুয়াগড়ে জনসুনামি

ছবি : অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়